মহাপ্রস্থান

বা

পাণ্ডবগণের স্বর্গারোহণ।

[পৌরাণিক ইতিবৃত্তমূলক দৃশ্যকাব্য]

"যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ।"

* * * * *

"ন চ দৈবাৎ পরং বলং।"

* * * * *

"কর্ম্ম অনুসারে জীব ভুঞ্জে ফলাফল।

কলিকাতা,

১৯ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে

শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত কর্ত্তৃক প্রকাশিত

৩৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট—বীণাযন্ত্রে

শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯৩

বিজ্ঞাপন।

উৎসাহ ব্যতীত মানব কখনই দুর্গম উন্নতি-পথে আরূঢ় হইতে পারে না। বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষে—বিশেষতঃ বঙ্গদেশে এক অভিনব পরিবর্ত্তন-স্রোত প্রবল বেগে প্রধাবিত হইতেছে। ধর্ম্ম, সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য ও রাজনৈতিক প্রভৃতি আন্দোলনে সমস্ত দেশ বিকম্পিত। এ সম্বন্ধে দিন দিন যে কত রাশি রাশি পুস্তক, পত্রিকাদি প্রকাশিত হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। সুতরাং এরূপ স্থলে যে, এই সামান্য পুস্তকখানি জন-সাধারণে পরিচিত হইয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে, সে আশা করাই বৃথা! তবে গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য অতি মহৎ এবং বিষয়টীও অতি উত্তম! এই হেতু সুধীজনসমীপে সানুনয় প্রার্থনা যে, তাঁহারা আপনাদিগের উদারতাগুণে একটু শ্রম স্বীকার করিয়াও, গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করেন; এবং উৎসাহাকাঙ্ক্ষী লেখক-কে দ্বিগুণ উৎসাহিত করিয়া তাঁহার আশা-বৃক্ষে জলসেচন করিতে উদাসীন না হন। আর এক কথা,—রচনা তত উত্তম হোক বা না হোক,—হিন্দুর আদরের সামগ্রী ও আলোচ্য বিষয় এই "মহাপ্রস্থান" পাঠ করিয়া, কেহ "সময়টা বৃথা নষ্ট করি-লাম" বলিয়া ক্ষুণ্ণ হইবেন না, ইহা আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস; এ সম্বন্ধে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। কথঞ্চিৎও শুভ ফল দর্শিলে গ্রন্থকারের সমস্ত পরিশ্রম সার্থক ও আমাদিগের আগ্রহ চরিতার্থ হইবে। দুই এক স্থলে অসংলগ্ন বা মুদ্রাঙ্কণ-ভ্রম দৃষ্ট হইলে পাঠকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা সংশোধন করিয়া লইবেন।

প্রকাশক।

দৃশ্যকাব্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু (কৃষ্ণ), শিব, ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, যম, হুতাশন, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, মাতলি (ইন্দ্রের সারথি), দারুক (শ্রীকৃষ্ণের সারথি), ব্যাসদেব, মুনিগণ, স্বর্গীয় কুরু-পাণ্ডবপক্ষীয় পিতৃপুরুষগণ, প্রজাগণ, জরাব্যাধ, দৈত্যগণ, দূতদ্বয়, যমদূতগণ, তরিবাহক ইত্যাদি।

স্ত্রী

রুক্মিণী, শ্রীমতী, সত্যভামা, দ্রৌপদী, লীলাবতী (গন্ধর্ব্ব-কন্যা), স্বর্গীয় কুরুপাণ্ডবপক্ষীয় স্ত্রীগণ ও সখীগণ ইত্যাদি।

কৃতজ্ঞতা-স্বীকার

পরিশেষে কৃতজ্ঞতাসহকারে স্বীকার করিতেছি যে, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় যত্নের সহিত ইহার আদ্যোপান্ত দেখিয়া দিয়াছেন।

প্রকাশক।

ভ্রম-সংশোধন।

১৫ পৃষ্ঠায় "মাদ্রী" স্থলে ভদ্রা হইবে। কয়েক স্থলে "পতন"-এর পরিবর্ত্তে "পতন ও মৃত্যু" হইবে। ৬১ পৃষ্ঠায় অর্জ্জুনের "পতন ও মৃত্যু" হইবে। দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কে ও চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে, দুইয়েরি প্রথমে "আসীন"-এর পরি-

মহাপ্রস্থান।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

প্রভাস-পুলিন।

শ্রীকৃষ্ণ আসীন।

কৃষ্ণ।—সাঙ্গ হ'লো ব্রজলীলা

ফুরাইল মন-অভিলাষ।

আসি' ধরাতলে

যাহা কিছু করেছিনু মনে,

হইল সফল এবে ;

পূর্ণ হ'লো পতিব্রতা গান্ধারীর শাপ

এত দিনে।

হায়!

কি নিষ্ঠুর আমি ;

জন্মাবধি সবে,

আমা হ'তে দুঃখ-নীরে ভাসে অনিবার।

ওহো!
ক'রেছি যে কত লীলা বর্ণিতে না পারি।
পাষাণে বাঁধিয়া হিয়া,
কত শত বীরে দি'ছি যমপুরে,
সাক্ষ্য তার কুরুরণ;
জ্বলন্ত পাবক সম জ্বলে অনুক্ষণ।
ক'রেছি যে কত, হায়! নিষ্ঠুরাচরণ,
কাঁদায়েছি কত যে ননীর পুতলীরে,
পুত্র, পিতা, স্বামী, ভ্রাতা দিয়া যমপুরে;
স্মরিলে সে কথা এবে বিদরে হৃদয়।
হায়!
যবে কুরুপত্নীগণ
পুত্র স্বামি-মৃত্যু হেরি'
কাঁদিতে কাঁদিতে আসি' কহিলা আমারে,
"কি করিলে, যদুপতি! আমাদের গতি?"
আহা! সে সময়ে
হেরিয়ে তাঁ'দের দুঃখ,
কা'র না অন্তর দহে?
অহো, পুত্র-শোকাতুরা গান্ধারী যখন,
পুত্র-মৃত্যু শুনি' পাগলিনী সম
পশি' রণস্থলে, দুর্য্যোধনে কোলে করি'
কাঁদিলা যে কত,
শুনিলে সে দুখের কাহিনী
পাষাণ(ও) বিদরে;

কিন্তু এ হেন কঠিন আমি,
সে বিলাপ বাণী শুনি'
কিছুমাত্র দুখ মোর হয় নি অন্তরে।
হায়!
হেন কুলাঙ্গার আমি
জন্মেছিনু জননী-জঠরে,
মম দোষে জ্ঞাতিবন্ধুনাশ,
কুলক্ষয় আজি আমার কারণে।

দারুকের প্রবেশ।

দারুক।—প্রভো! দ্বারকানগরে
ঘরে ঘরে উঠিয়াছে ক্রন্দনের রোল,
আকুল রমণীকুল না হেরে তোমায়।

কৃষ্ণ।—শুনহ, দারুক!
আর নাহি যা'ব দ্বারকায়;
কহিবে সবায়,
যেন আসি' ত্বরা করি' করেন সাক্ষাৎ।
আর ত্বরা করি' যাহ হস্তিনানগরে,
এ দুঃখ-বারতা ব'লো রাজা যুধিষ্ঠিরে;
এনো সাথে সখা অর্জ্জুনেরে।

দারুক।—যাহা আজ্ঞা করিলেন, প্রভু!
এখনি পালিব তাহা।

[প্রণাম করিয়া প্রস্থান।

কৃষ্ণ।—বদ্ধ আছি সত্য-পাশে বহু দিন হ'তে,
আজি তাহা করিব পালন।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

হস্তিনাপুরী—রাজসভা।

কনক-সিংহাসনে রাজা যুধিষ্ঠির আসীন।

দারুকের প্রবেশ।

দারুক।—মহারাজ! দাস তব প্রণমে চরণে।

(প্রণাম)

যুধি।—কহ, হে দারুক! দ্বারকার সমাচার;
কেমনে আছেন কৃষ্ণ যদুকুলপতি?
যদুকুল-বীর সব আছে ত কুশলে?

দারুক।—(মৌনভাবে দণ্ডায়মান)—

যুধি।—কহ কহ দ্বারকার বিবরণ;—
কহ ত্বরা করি'।
কেন হেরি হেন মৌনভাব?
কহ কি হেতু বা পড়িতেছে নেত্রজল?
কহ সত্য বাণী;
কেমনে আছেন প্রভু দেব নারায়ণ?

দারুক।—প্রভু!

কেমনে কহিব নিদারুণ সমাচার;
কহিতে সে কঠিন বারতা,
হৃদি মম শতধা বিদরে।
হায়!
দ্বারকার আর নাহিক মঙ্গল,
যদুভানু গেছে অস্তাচলে;
ঘেরিয়াছে ঘোর তম দ্বারকা-ভুবনে,
আর না উদিবে কভু পূরব-গগনে।

যুধি।—কহ প্রকাশিয়ে দ্বারকার বিবরণ?

দারুক।—যদুকুল-বীরগণ

ছিল আলোকিত করি' দ্বারকানগর,
এবে সব গেছে চলি' করি' অন্ধকার।

যুধি।—কোথা সবে গেলো চলি' যদুবীরগণ?

দারুক।—নক্ষত্রমণ্ডলী সম

ছিল দ্বারকানগরে,
শোভিত অমরাপুরী সম;
কিন্তু, হায়! বিধি-বিড়ম্বনে
একে একে বীরগণ হ'লো অস্তমিত;
আঁধার হ'য়েছে এবে দ্বারকা-ভুবন।

যুধি।—হায়!—হায়! কি হ'লো!—কি হ'লো!

কোথা গেলো সব যদুবীরগণ!
ওহো!
কা'র-মুখ চাহিব রে আর?

অর্জ্জুনের প্রবেশ।

অর্জ্জুন।—(স্বগত)—

একি হেরি বিপরীত,
আর্য্য কেন বিরস বদনে?
কেন (বা) শিরে করি' করাঘাত
করেন রোদন?
কি হেতু বা বহি'ছে নয়নে নীর?
নাহি জানি কিবা আজি ঘটিল প্রমাদ!

(অগ্রসর হইয়া কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক প্রকাশ্যে)—

কহ, দেব!
কহ এ দাসেরে, জিজ্ঞাসে কিঙ্কর,
কি হেতু এ ভাব তব?
কি কারণে হেরি বিষাদ অন্তর?
কি হেতু বা আঁখিনীরে ভাসি'ছে হৃদয়?

যুধি।—হায়, কি করিব আর!

যাঁ'র অনুগ্রহে
দুর্জ্জয় সমর জিনি'
লভিয়াছি হস্তিনার রত্ন-সিংহাসন,
সেই মহারত্নে এত দিনে হারাইনু।

অর্জ্জুন।—কহ, প্রভু! প্রকাশিয়ে,

কে আনিল এ বারতা?

যুধি।—সারথি দারুক।

অর্জ্জুন।—কোথা সে দারুক?

দারুক।—আছি ত সম্মুখে, প্রভু!
কি আজ্ঞা হয় দাসের প্রতি?

অর্জ্জুন।—কহ, হে দারুক! দ্বারকার বিবরণ?
কেমনে আছেন সেই পাণ্ডবের সখা?
যদুকুল-বীরগণ আছে ত কুশলে?

দারুক।—বিলম্ব না সহে, প্রভু! চল ত্বরা করি';
ব্যাকুল অন্তরে যদুকুল-পতি
মাগি'ছেন তব সহবাস।

অর্জ্জুন।—কোথা সে যাদব-পতি পাণ্ডবের নাথ?

দারুক।—আছেন প্রভাস-তীরে
চাহি' পথ পানে
তব সনে দরশন হেতু।

অর্জ্জুন।—কি হেতু, দারুক!
প্রভাস-পুলিনে আজি মোর প্রাণসখা?

দারুক।—বিলম্ব না সহে, প্রভু! চল ত্বরা করি';
সব কথা কহিব পশ্চাতে।

অর্জ্জুন।—দেহ অনুমতি, ধর্ম্মরাজ!
যাইবারে দেব দরশনে।

যুধি।—যাও, ভাই! দেব দরশনে,
কিন্তু ছুঁ'ও নাক তাঁ'রে,
অশুচি শরীর তাঁ'র পুত্র-মৃত্যু হেতু।

অর্জ্জুন।—তব আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

[প্রণাম করিয়া প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কানন।

নিম্ববৃক্ষারোহণে শ্রীকৃষ্ণ আসীন।

জরাব্যাধের প্রবেশ।

জরা।—(চারি দিক অবলোকন করিয়া)—

আহা কি কানন-শোভা হেরিনু নয়নে ;
এ হেন সুন্দর রূপ হেরি নাই কভু।
মরি মরি, কি সুন্দর হেরি বনরাজি,
বুঝি বনদেবী বিরলেতে বসি'
মনের মতন করি চিত্রিলা এ ছবি।
আহা!
যে দিকে ফিরাই আঁখি,
কতই সুষমা হেরি।
কিবা ফুল-সাজে সাজিয়াছে তরুলতাবলী ;
যেন ফণীর শিরেতে মণি
শোভা করি'ছে বর্দ্ধন।
(পরিক্রমণ করিতে করিতে)—
ওহো!
আসি' কাননমাঝারে,
বন-শোভা হেরি' ভুলে গেনু সব!
তিন দিন আছি উপবাসী,

কি আশ্চর্য্য, নাহি কিছু মনে !
কিন্তু, হায় !
অগ্রে কত মৃগ,
পালে পালে ভ্রমিত কাননমাঝে ;
খেলিত কেমন কুরঙ্গ কুরঙ্গী সনে ;
এবে লুকাইল কোথা ?
(অনুসন্ধান করিতে করিতে)—
পেয়েছি পেয়েছি দেখা,
ওই যে র'য়েছে দাঁড়াইয়ে।

(বাণত্যাগ

কৃষ্ণ।—ছিনু এত দিন সত্য-পাশে বদ্ধ,
আজি সত্য-মুক্ত হ'লো।

জরা।—এ কি ! বনমাঝে শুনি কা'র কণ্ঠরোল ?
কে এলো না জানি বধিতে হরিণ ;
আসি' পালে পালে বধি' মৃগদলে
ল'য়ে করে পলায়ন,
তেঁই নাহি পাই মৃগ দরশন ;
দেখিব কে আজি
আসি' বন মাঝে করে হেন আচরণ।
(অগ্রসর হইয়া স্বগত)—
ওহো !
এ কি করিলাম সর্ব্বনাশ !
মৃগ-ভ্রমে বধিনু কাহারে ?
হায় !

মৃগবধ হেতু আজি আসি' বনমাঝে,
কিবা ঘটাইনু সর্ব্বনাশ।
(ক্ষণেক চিন্তা করিয়া)—
এ যে নহেক মানব ;
দেব-অংশে জন্ম দেখি দেবের লক্ষণ ;
যবে পশি' বনমাঝে
দেখিনু যে অপরূপ বনরাজি-শোভা,
এরি রূপে বন করেছিল আলো !
(কৃতাঞ্জলি হইয়া)—
কেন, দেব ! আসি' বনমাঝে
ছলা পাতি' ঘটাইলে এ প্রমাদ ?
না জানি কি হ'বে এই অধমের গতি।
একে জন্ম মম অধম কিরাতকুলে,
কাননে কাননে ভ্রমি'
পশুবধ করি' করি উদর পূরণ ;
নাহি জানি, অভিশাপ কি আছে কপালে।

কৃষ্ণ।—কেন চিন্ত, ব্যাধবর ?

জরা।—প্রভু ! করিয়াছি যেবা অপরাধ,
নাহি কিছু শান্তির উপায় ?
অতি হীন মতি মম,
পাপী এ অধম ;
না বুঝিয়া
মৃগভ্রমে করিয়াছি শরত্যাগ ;
নিজ গুণে করুণা বিতরি'

ক্ষম এ দাসের অপরাধ, প্রভু!
কহ, কি হ'বে এ অধমের গতি?

কৃষ্ণ।—ত্যজ চিন্তা, হে নিষাদ!

জরা।—নাথ! কি হ'বে এই অধমের গতি?

কৃষ্ণ।—ব্যাধবর! পূর্ব্বকথা আছে কি স্মরণ?
যবে বধি' বালিরাজে অন্যায় সমরে,
সুগ্রীবে করিয়া মিত্র
গিয়াছিনু সাগরের পারে,
অলঙ্ঘ্য সাগর বাঁধি' প্রবেশি' লঙ্কায়,
দুরন্ত রাক্ষসগণে করিয়া নিধন,
রাজ্য দিয়া বিভীষণে,
আইলাম স্বদেশে উদ্ধারি' জানকীরে,
যে যাহা যাচিল আমা ঠাঁই,
তখনি পূরা'নু তা'র মন-অভিলাষ;
ভাব দেখি, বালির নন্দন!
চেয়েছিলে কোন্ বর, হয় কি স্মরণ?
এত দিন সত্যপাশে ছিনু বদ্ধ,
আজি সত্য-মুক্ত আমি;
যাহ চলি' স্বর্গধামে।

জরা।—(স্বগত)—
হায়!
এ হেন করুণাময়ে
বধিবারে লয়েছিনু বর?
ওহো!

কি কঠিন আমি।

(প্রকাশ্যে)—

ক্ষম এ দাসের অপরাধ, প্রভু!

[প্রণাম করিয়া প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

প্রভাস-তীর।

অর্জ্জুন ও দারুকের প্রবেশ।

অর্জ্জুন।—হে দারুক!

এই ত প্রভাস-তীর নিরখি নয়নে;

কিন্তু, কোথা সে যাদবপতি?

কেন নাহি হেরি তাঁ'রে?

দেখাও ত্বরায় তাঁরে;

না হেরি' সখারে দহি'ছে হৃদয় মোর।

দারুক।—ছিলেন এখানে, প্রভু!

বুঝি পুত্র-মৃত্যু হেরি',

পাসরিতে নারি' শোকানল,

গিয়াছেন কাননভিতর;

চল, প্রভু! করি গিয়া তাঁ'র অন্বেষণ।

(উভয়ের কাননমধ্যে গমন ও ভূপতিত শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন)

অর্জ্জুন।—একি—একি হেরি!

সখা কেন পড়ি' ধরাসনে!

ধূলায় লুণ্ঠিত কেন ইন্দীবর-কায়!
উঠ উঠ, সখে!
চাহ একবার তব সখা প্রতি।

কৃষ্ণ।—উহু, মরি মরি! দেহ আলিঙ্গন, সখে!
উদ্ধার করহ মোরে এ যন্ত্রণা হ'তে।

অর্জ্জুন।—ওহো!
কে রে নির্দ্দয় এমন,
হেন অঙ্গে করিয়াছে বাণের প্রহার?
উহু, মরি মরি! হেরে বিদরে হৃদয়,
কহ, সখা, প্রকাশিয়ে কে হেন নিঠুর
ছাড়ি' জীবনের আশা,
জ্বলন্ত পাবকে দিল ঘৃতের আহুতি?
কহ, সখে! এখনি নাশিব তারে;
জানে না কি সে দুর্ম্মতি জীবিত অর্জ্জুন?

কৃষ্ণ।—পার্থ! ত্যজ রোষ, নহে কা'র দোষ।

অর্জ্জুন।—কেন, সখে! করহ ছলনা?
কিবা দোষে দোষী দাস ও পদ-রাজীবে!

কৃষ্ণ।—কেন, সখে! করহ সন্তাপ?
পূর্ব্বজন্মে সত্যপাশে ছিনু বদ্ধ,
আজি সত্য-মুক্ত আমি।
যাহ হস্তিনায় ব'লো ধর্ম্মরাজে;—
স্বর্গে—স—বে—ক—রে—ন—গ—ম—ন।

(মৃত্যু)

অর্জ্জুন।—একি একি; সখে! নীরবিলে কেন?

কেন নাহি শুনি আর শ্রীমুখের বাণী ?
কহ কহ কথা একবার।
হায়, সখা ! এই ছিল তব মনে ?
আজি অনায়াসে ত্যজিলে অর্জ্জুনে ?
উঠ উঠ, সখে ! চাহ একবার,
ডাকহ বারেক সখা—সখা বলি'।
উঠ, সখে ! ত্যজ ধরাতল ;
না পারি হেরিতে আর ধূলায় শয়ন।
সোণার বরণ হইতেছে বি-বরণ,
তবু কি কারণ আছ করিয়ে শয়ন ?
উঠ, চাহ একবার করুণা-নয়নে ;
মেল আঁখি, করুণানিদান,
করুণা করিয়ে আজি অর্জ্জুনের প্রতি।

* * * * * *

কই, সখা ! উঠিবে না আর ?
আর না ডাকিবে সখা সম্বোধিয়ে ?
হায়, সখা !
সভামধ্যে বলেছিলে সবার সমক্ষে,
কৃষ্ণার্জ্জুন এক-আত্মা, ভিন্ন নহে কভু।
তবে কি কারণে ত্যজিলে হে আজি ?
হায়, সখা !
তোমা বিনা বল আর
কে রাখিবে বিপদ-সাগরে ?
কেবা উদ্ধারিবে

অনলে, অরণ্যে, শত্রুমাঝে ?
তোমা বিনা বল আর
কা'র বলে করিব হে বিক্রম প্রকাশ ?
কেমনে হইব জয়ী বিপদ-সাগরে ?
হায়, সখা !
তোমা বিনা কেমনেতে যা'ব হস্তিনায় ?
কেমনে কহিব বল (এ) কঠিন বারতা
যবে মহারাজ আসি' শুধা'বেন মোরে ?
ওহো !
এ হেন বারতা হেতু নিয়োগিলে মোরে !

রুক্মিণী, সত্যভামা, মাদ্রী, শ্রীমতী
প্রভৃতি রমণীগণের প্রবেশ।

রুক্মিণী।—একি ! একি হেরি আজি, প্রাণেশ্বর !
কেন রত্ন-সিংহাসন ছাড়ি'
ধরাসনে আছ করিয়ে শয়ন ?
সোণার বরণ কেন বি-বরণ ?
উঠ উঠ, নাথ ! ত্যজ ধরাসন।
(শ্রীকৃষ্ণের মস্তক তুলিতে যাইয়া)—
ওহো !
একি হেরি রে নয়নে !
কে করিল হেন সর্ব্বনাশ ?
কে হানিল মম শিরে বজ্রাঘাত ?
কে রে এমন নির্দ্দয় !

হেন সর্ব্বনাশ করিলি আমার!
হায়! হায়! কি হ'লো! কি হ'লো!
কোথা গেলো আজি ছাড়ি' প্রাণেশ্বর?
(সকলের প্রতি)—
ওগো ভগ্নীগণ!
নাথের বিহনে আর
কিবা ফল রেখে শূন্যদেহে প্রাণ?
এস সবে মিলি'
প্রভাসের নীরে করি প্রাণ বিসর্জ্জন।

সকলে।—প্রাণনাথ! প্রাণেশ্বর! দুঃখিনী-জীবন!
কোথা যাহ ছাড়ি' তব দাসীগণে?
দাঁড়াও দাঁড়াও, নাথ! ক্ষণেকের তরে,
যাইব তোমার সনে;
তোমা বিনা কেন আর
শূন্যদেহে রাখিব জীবন?
যা'ব তথা, যথা তুমি ক'রেছ গমন।

(মূর্চ্ছা)

দারুক।—(স্বগত)—
একি সর্ব্বনাশ আজি উপস্থিত!
বুঝি এত দিনে
শূন্য হ'লো দ্বারকা-ভুবন।
(প্রকাশ্যে)—
কহ, মহাবীর ধনঞ্জয়!

কি উপায়ে করি রাণীগণে সচেতন?

অর্জ্জুন।—শুন, দারুক! শুনাও কর্ণে কৃষ্ণনাম,
জীবমাত্রে সেই নামে হয় সচেতন।

(দারুক কর্ত্তৃক সকলের কর্ণে কৃষ্ণনাম প্রদানকরণ)

সকলে।—(চৈতন্য পাইয়া)—
কই, কই রে মোদের প্রাণেশ্বর?

রুক্মিণী।—হায়!
কেন রে চেতনা পুন হইল আমার!
কেন নাহি গেলো, হায়, এ পাপ জীবন!
কহ, দারুক!
কেন করি' সচেতন,
জ্বালাইলে জ্বলন্ত অনল?
ওহো!
আর নাহি সহিবারে পারি,
জ্বলি'ছে অনল সম হৃদয় আমার!
হায়!
কা'র মুখ চাহি' পাসরিব দুঃখ?
কেমনে বা ধরিব জীবন!
ওহো!
সহেছি অনেক দুঃখ,
আর নাহি সহিবারে পারি!

জননী হইয়ে পুত্র-মৃত্যু হেরি'
অনায়াসে ধরেছি জীবন ;
এবে কা'র মুখ চাহি' পাসরিব দুঃখ!
ওহো!
প্রাণেশ-বিহনে জ্বলে প্রাণ
চিতানল সম অবিরাম ;
নাহি শান্তি আর।
(শ্রীকৃষ্ণের মস্তক ক্রোড়ে লইয়া)—
চাহ, নাথ! করুণা-নয়নে
বারেক দাসীর প্রতি ;
হায়, নাথ!
আশা ছিল মনে এই,
চিরদিন সুখে ভুঞ্জিব তোমার সনে ;
থাকিব আনন্দে,
লতা যথা আশ্রিত তরুর।
তাই কি হে ঘুচাইলে সুখ,
পরাইলে শিরে বৈধব্য-মুকুট ?
কহ, নাথ!
আজি কিবা অভিমানে ত্যজি' সর্ব্বসুখ,
ধরা'পরে ক'রেছ শয়ন ?
উঠ, ত্যজ ধরাসন,
চল পুন দ্বারকা-ভবন ;
রত্ন-সিংহাসনে বসি' গোপীগণ সনে
জুড়াও সবার তাপিত হৃদয়।

গীত।

রাগিণী—সোহিনীবাহার। তাল—জলদ-তেতালা।

উঠ, প্রাণেশ্বর, ত্যজি' ধরাধার,
কাঁদা'ও না আর আঁখির নীরে।
কোথা যাহ, নাথ, করিয়া অনাথ,
আকুল অন্তর তোমা না হেরে॥
পড়িয়ে ভবন, শূন্য রাজাসন,
দেখি' মম হৃদয় বিদরে।
চল দ্বারকায়, লইয়ে সবায়;
বসি' ওহে সিংহাসন'পরে।
ভাসাও সবারে আনন্দ-নীরে॥

শ্রীমতী।—নিদয় কেন, হে নাথ!
কেন নাহি শুনি আর শ্রীমুখের বাণী?
হায়, নাথ!
যবে বনমাঝে সখী সহ মিলি'
করিতাম কেলি,
কুটিলা বাঘিনী সম ননদী আমার,
এসেছিল বনে আয়ানেরে সঙ্গে করি;
রাখিলে দাসীর প্রাণ কৃষ্ণ কালীরূপে।
আর যবে কলঙ্ক রটিল নগরমাঝে,
ঘুচাইলে কলঙ্কের ডালি।

তবে কেন, নাথ! আজি হইলে নিদয়?
উঠ উঠ, ত্যজ ধরাতল,
কাঁদা'ও না আর সবাকারে।

রুক্মি।—হায়, নাথ! এই ছিল তব মনে?
আনি' পুত্রগণে প্রভাস-পুলিনে,
একে একে সবে দিলে যমপুরে,
ত্যজিলে হে শেষে আপনি জীবন।
বল এবে,
কা'র মুখ চাহি' পাসরিব দুঃখ?
হায়! হায়! কি হ'লো! কি হ'লো!
এত দিনে পতি-পুত্র-ধনে সব
হারাইতে হ'লো!
হায়!
কা'র মুখ চাহিব রে আর!
রে নিদয় বিধি!
এ কেমন তোর বিধি বুঝিতে না পারি;
হরে নিলি পুত্রগণে,
হরে নিলি প্রাণেশ্বরে,
কা'র মুখ চাহি' আর ধরিব জীবন!
হায়! হায়!
কি করিব, কোথা যা'ব!
কেমনে রে ধরিব জীবন!
ওহো!
প্রলয়-পবন সম আসি' কাল

চূর্ণ করি' গেলো সুমেরু-শিখর ;
উথলি' সাগর-জল
ধরা যাও রসাতলে,
পতিপুত্রহীনা নারী(র) কি ফল জীবনে !

গীত।

রাগিণী—জয়জয়ন্তী। তাল—আড়াঠেকা।

অবশেষে এই, নাথ, ছিল হে মম কপালে।
আসিয়ে প্রভাস-তীরে সবে জীবন ত্যজিলে॥
নাশিয়ে যাদবগণ, আপনি ত্যজিলে প্রাণ,
কেমনে ধরি জীবন, বিন্ধিলে হে দুঃখ-শেলে।
হইয়ে রাজরমণী, হইয়ে বীর-জননী,
হ'তে হ'লো অনাথিনী এই ছিল শেষে ভালে।
কেন রে পাপ জীবন, আছ এ দেহে এখন,
কেন না বিদর প্রাণ ; আর কি আছে কপালে।

দারুক।—দেবি ! ত্যজ শোকতাপ,
বিলাপে কি ফল আর ?
পতি পুত্র তব গিয়াছেন স্বর্গধামে।

প্রথম দূতের প্রবেশ।

দারু।—কহ, দূত ! কি সংবাদ ?
প্র-দূত।—প্রভু !
ঘটিল প্রমাদ আজি দ্বারকানগরে।

না - ৩৩
Acc 2968
১১/৯/200

বিনা নারায়ণ,
ঘটিতেছে নানা অলক্ষণ;
উল্কাপাত নক্ষত্রপাত হ(ই)তেছে
ক্ষণে ক্ষণে কত শত, নাহি সংখ্যা তা'র।
রুধির, অনল হইতেছে বরিষণ;
বিনা মেঘে বজ্র হ'তেছে পতন;
ভূমিকম্পে কম্পিত দ্বারকাপুরী,
দোলায় দোতুল্যমান বালক যেমতি।
ত্যজি' লজ্জা কুল ভয়,
ছাড়িতেছে কুল কুল-বালা যত।
পতিপ্রাণা সতী ছাড়ি' নিজ পতি,
পরপুরুষেতে করি'ছে গমন।
পিতা পুত্রে ত্যজিয়ে সম্বন্ধ,
ধরিতেছে বৈর ভাব।
গাভী নিজ বৎসে না করি'ছে স্তন দান।
ভানু ত্যজিয়ে উদয়াচল,
উদি'ছেন পশ্চিম-আকাশে;
ধরিয়াছে আরক্ত বরণ;
নাহিক আর সে প্রখর কিরণ,
আঁধার আঁধার এবে দ্বারকা-ভবন।

দারু।—শুন, দূত? ত্যজহ বিস্ময়,
বৃথা কেন কর ভয়?
আছে নারায়ণের বচন,
যবে তিনি ছাড়ি' ধরাতল

যা'বেন বৈকুণ্ঠধামে,
হ'বে দ্বারকায় নানা অমঙ্গল।
এবে যাহ দ্বারকায়; বলিও সবায়,
আজি ডুবিবে সাগর-গর্ভে
দ্বারকানগর।

[প্রথম দূতের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দূতের প্রবেশ।

দ্বি-দূত।—প্রভু!
দ্বারকানগর ডুবিল সাগরগর্ভে।
বসুদেব দেবকী আদি করি',
পুত্র পৌত্রাদির শোক-পরিহার হেতু,
পশিয়া চিতায় ত্যজিলেন সবে প্রাণ।
রাজ্য ছাড়ি' প্রজাগণ করি'ছে গমন।

[প্রস্থান।

দারুক।—(হে) মহাবীর ধনঞ্জয়!
বীরশূন্য হ'লো এবে দ্বারকা-ভবন;
কে আর রাখিবে রাণীগণে?
ল'য়ে যাও সবাকারে হস্তিনানগর।

অর্জ্জুন।—সত্য কহিয়াছ, হে দারুক!
(রাণীগণ প্রতি)—
চল, দেবি! হস্তিনানগর,
সযতনে রাখিব সবায়।

[অর্জ্জুনের সহিত রাণীগণের প্রস্থান

দারুক।—(সরোদনে)—

কি হ’লো! কি হ’লো!
লক্ষ্মীশূন্য হ’লো আজি দ্বারকা-ভুবন!
বীরশূন্য আজি দ্বারকানগর!
হাহাকার-রবে পূরিত জগৎ!
হে বিধাতঃ!
এই ছিল তব মনে?
চিরদিন ভুঞ্জি’ সুখে,
এ বৃদ্ধ বয়সে
দুঃখ-নীরে করিলে মগন?
বল এবে,
কাহার আশ্রয় করিব গ্রহণ?
কেবা আর পালিবে যতনে?
হাঁরে বিধি!
স্বপনেতে কভু ভাবি নাই যাহা,
এবে ঘটিল তাহাই।
ওহো! কি হ’লো! কি হ’লো!
সব আশা আজি ফুরাইল,
ত্যজিল জীবন যদুবীরগণ!
হায়!
কেমনে রে আর ধরিব জীবন!
ওহো!
বিনা যদুবীরগণ,
আর না যাইব সেই শূন্য নিকেতনে;

ভ্রমিব কাননে,

যত দিন দেহ না হ'বে পতন।

[বেগে প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

স্বর্গ।

ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র, বরুণ, হুতাশন, চন্দ্র প্রভৃতি
দেবগণ স্ব স্ব বাহনে আসীন।

ব্রহ্মা।—হের, দেবগণ!
দেব-অনুরোধে
ধরা-লীলা করি' সমাপন,
আসি'ছেন বৈকুণ্ঠেতে প্রভু নারায়ণ,
এস সবে মিলি' করি গুণ গান।

শিব।—শুন, পদ্মাসন!
নহে তাহা আমার মনন।
দেবকার্য্য হেতু যিনি ত্যজি' নিজ ধাম,
মানব-জঠরে করিলেন
পুনঃ পুনঃ জনম গ্রহণ,
চল সবে মিলি' করি প্রত্যুদ্গমন।

ব্রহ্মা।—সত্য কহিয়াছ, ত্রিলোচন!
এস সর্ব্ব দেবগণ,

বিষ্ণু-দেহ আনিতে ত্রিদিবপুরে,
সবে মিলি' করি' ধরাতে গমন।

(ধরায় অবতীর্ণ হইয়া সকলের শ্রীকৃষ্ণের চারি দিকে দণ্ডায়মান হওন)

দেবগণ।—উঠ, হে কমলাপতি! চল গোলোকেতে ;
তোমার বিহনে আঁধার বৈকুণ্ঠ ধাম।

রাগিণী—বাগেশ্রী। তাল—একতালা।

সাঙ্গ করি' ব্রজলীলা বৈকুণ্ঠে চলিলেন হরি।
দেবকার্য্য সাধিলে হে কত রূপ ধারণ করি'॥
সমুদ্রমন্থনকালে, মোহিনীরূপ ধরিলে,
দানবদলে ভুলাইলে, অমৃত করিলে চুরি।
ত্রেতাতে গিয়া কানন, নাশিলে দুষ্ট রাবণ,
দেবের করিলে ত্রাণ, ওহে দেবদুঃখহারী!।
দ্বাপরেতে গোপকুলে, কংস আদি বিনাশিলে,
স্বর্গরাজ্য, উদ্ধারিলে বলিরে ছলনা করি'॥

[কৃষ্ণদেহ লইয়া দেবগণের প্রস্থান।

৩য় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

পঞ্চনদপ্রদেশ—রাজপথ।

সসৈন্যে দৈত্যগণ আসীন।

রুক্মিণী, সত্যভামা, মাদ্রী, শ্রীমতী প্রভৃতি
রমণীগণ সহ অর্জ্জুনের প্রবেশ।

অর্জ্জুন।—কে রে তোরা? কেন হেরি রে হেথায়?
কি মননে রাজ-পথে আছ দাঁড়াইয়ে?
কেন রণবেশ, কহ প্রকাশিয়ে?

দৈত্যরাজ।—শুন, পার্থ! কহি হে তোমায়,
থাকে যদি জীবনের অভিলাষ,
ছাড়ি' যদুপত্নীগণে
যাহ চলি' নিজ ধামে;
নহে দেহ রণ ছাড়ি' জীবনের আশা।

অর্জ্জুন।—কি কহিলি, রে বর্ব্বর! নাহি বুদ্ধি তোর?
যদুপত্নীগণে লভিতে বাসনা?
ভেক হ'য়ে আশা কর
ফণী-মণি হরিবারে?

বামন হইয়ে চাহ চাঁদে হাত দিতে?
শৃগাল হইয়ে চাহ
হরিবারে সিংহ-শাবকেরে?
মূঢ়!
বৃথা আশা তোর আকাশকুসুম সম;
জান না কি মোরে, কেবা আমি?
ভুবনবিজয়ী আমি সেই পার্থ বীর;
যা'র ভুজবলে
কুরুকুল হ'লো উৎপাটিত,
সেই আমি কৌরব-কৃতান্ত।
যদি থাকে জীবনের আশা,
কর পলায়ন;
নতুবা এখনি
পাঠাইব সবাকারে কৃতান্ত-আলয়।

দৈত্যরাজ।—শোন, জিষ্ণু, কহি তোরে,
শরৎগর্জ্জন সম কেন বাক্যব্যয়?
জিনি' কুরুরণ কর বৃথা অহঙ্কার,
কেবা বীর ছিল তা'তে কহ দেখি মোরে?
কর্ আমা সনে রণ,
যদি জিনিস্ সংগ্রামে,
জানিব রে তোর আছে পরাক্রম,
পরাজয় মানি' যা'ব চলি' স্বদেশেতে;
নহে কর পলায়ন,
ছাড়ি' যদুপত্নীগণে।

অর্জ্জুন।—শুনে হাসি পায় এ কি রে বালাই!
মূর্খ তুই;
আমার রণের কথা কি দিব উপমা?
জিনিয়াছি দেবগণে,
জিনিয়াছি চিত্রসেন গন্ধর্ব্বেরে;
যা'র ভুজবলে নাহি হেন বীর
ত্রিভুবনমধ্যে হয় সমকক্ষ;
হেন বীরে জিনিয়াছি আমি।
যদি বাঞ্ছা থাকে করিতে সমর,
হও অগ্রসর,
এখনি মিটা'ব সমর-বাসনা।
হের যমরূপী আমি পার্থ,
পাঠাইব যম-ঘরে দেবের প্রসাদে;
মরণ নিকট তোর ভাবিস্ কি আর।

দৈত্যরাজ।—হও অগ্রসর,
বৃথা বাক্যব্যয়ে কিবা প্রয়োজন?
এখনি করিব গর্ব্ব খর্ব্ব তোর।
অহো সৈন্যগণ! সাবধানে কর রণ,
অবহেলা নাহি কর আর;
বধিয়ে অর্জ্জুনে ল'য়ে চল নারীগণে।

অর্জ্জুন।—(স্বগত)—
একি!
কেন ঘোর তমোরাশি হেরি চারি দিকে!
অবশ হ'তেছে কেন আজি বাহুদ্বয়!

যেন তুলিতে গাণ্ডীব শরাসন,
ভুজদ্বয় হ'তেছে অশক্ত;
নাহি জানি কিবা আজি হয় সর্ব্বনাশ!
হায়!
যবে অভিমন্যু সুতে সপ্ত রথী মিলি'
করিল সংহার, হ'য়েছিল এইরূপ;
এবে কেমনে জিনিব দৈত্যরণ;
কেমনে রাখিব যদুপত্নীগণে।
হায়, বিধি!
অবশেষে লিখেছিলে এই ভালে,
জিনি' দুর্জ্জয় সংগ্রামে,
শেষে দৈত্যরণে হ'তে হ'লো পরাভূত!
হায়, সখা!
এ সময় রহিলে কোথায়?
দেখ আসি' বারেকের তরে,
আজি তব সখা হইয়ে বিপন্ন,
ডাকি'ছে কাতরে পরিত্রাণ হেতু;
আসি' এ বিপদে কর পরিত্রাণ।

দৈত্যরাজ।—রে অর্জ্জুন! ভাবিস্ কি আর?
মরণ নিকট তোর নাহিক নিস্তার।

রমণীগণ।—(স্বগত)—
একি সর্ব্বনাশ! বুঝিতে না পারি
কিবা আছে ভালে বিধির লিখন!
হায়, নাথ!

এ সময় রহিলে কোথায় ?

তব দাসীগণ ডাকি'ছে কাতরে,

আসি' এ বিপদে কর পরিত্রাণ।

অর্জ্জুন।—(স্বগত)—

জয়দেব! যেন জিনি দৈত্যরণ।

(প্রকাশ্যে)—

কর রে শমন দরশন,

থাকে পরাক্রম কর অস্ত্রসম্বরণ,

শুন শুন, ওরে দৈত্যপতি!

সৈন্য তব সব লুকা'ল কোথায় ?

পড়েছি কি সব সমরভিতর ?

ঐ না বহি'ছে শোণিতে নদী ?

এত গর্ব্ব তোর রহিল কোথায় ?

আয়,

যদি থাকে যুদ্ধ-সাধ, হও অগ্রসর,

নহে যাহ ফিরে

করি তোরে অভয় প্রদান;

ভীরু জনে কভু নাহি হানি শর।

দৈত্যরাজ।—(স্বগত)—

ধন্য ধনু-শিক্ষা রে তোর, ফাল্গুনি!

সাবাসি' বাখানি তোর বীরপনা,

এ হেন রণকৌশল হেরি নাহি কভু।

ওঃ, কি অদ্ভুত সমর!

বাণে বাণে আচ্ছাদিল গগনমণ্ডল,

নাহি চলে দৃষ্টি আর,
নারি এড়িবারে বাণ পার্থের উপর,
সর্ব্ববাণ হেরি অগ্নিময়।
(প্রকাশ্যে)—
রক্ষ রক্ষ, রে অর্জ্জুন!
নাহিক নিস্তার আর তোর,
দেখি কি প্রকারে রাখিস্ পরাণ।

(যুদ্ধ করিতে করিতে দৈত্যগণের পলায়ন ও যদুপত্নীগণের পাষাণী হওন)

অর্জ্জুন।—ওহো!
আর নাহি যা'ব হস্তিনায়,
আর নাহি দেখাইব এ পাপবদন;
আমা হ'তে হ'লো সব মৃত্যুর কারণ।
হায়!
এ হেন কঠিন আমি,
হেরিয়ে সখার মৃত্যু,
তাঁহার বিরহে এবে রেখেছি জীবন।
হও, বাণ, তুমি হে সদয়;
রক্ষিয়াছ শত্রুমাঝে বিপদ-সাগরে,
করিয়াছি পিতৃসম কাজ;
কিন্তু এবে কর এই উপকার,
করি' কণ্ঠচ্ছেদ
শোকানল করহ নির্ব্বাণ।

(ধনুকে বাণ যোজনা করিয়া)—

হে মুরারি! কর দয়া এ দাসের প্রতি,
যেন অন্তিমেতে পাই শ্রীচরণ।

(বাণত্যাগে উদ্যত)

দ্রুতপদে ব্যাসদেবের প্রবেশ।

ব্যাস্।—কি কর কি কর, ধনঞ্জয়!
নাহি ছেড় বাণ, কর অস্ত্রসম্বরণ,
আত্মহত্যা-পাপে কেন হ'তেছ মগন?

অর্জ্জুন।—কেন, প্রভু! করেন বারণ?
ছাড়ি' বাণ ত্যজি' এ পাপ-জীবন,
করিব শোকানল নির্ব্বাণ;
আর নাহি দেখাইব এ পাপ-আনন।

ব্যাস।—ত্যজ শোক, পার্থ বীর!
শুন যদুপত্নীগণের মৃত্যুর কারণ।
পূর্ব্বজন্মে ছিল সবে ইন্দ্রের নর্ত্তকী,
শাপে আসি' জনমিলা ধরাতলে;
হইলা কৃষ্ণের ভার্য্যা।
কিন্তু ছিল এই বর,
দৈত্যপর্শে হইবে পাষাণী;
সেই হেতু সবে ত্যজিল জীবন।
অতএব, পার্থ! ত্যজ শোক তাপ,
যাহ হস্তিনায়;
আকুল না হেরে তোমা রাজা যুধিষ্ঠির।

অর্জ্জুন।—তব আজ্ঞা শিরোধার্য্য, প্রভু!

[প্রণাম করিয়া প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

হস্তিনার রাজভবন।

যুধিষ্ঠির ও ভীমসেন আসীন।

যুধি।—ভাই ভীম!

গেছে পার্থ কৃষ্ণ দরশনে,

দেখিয়ে বিলম্ব তা'র সন্দ হয় মনে,

নাহি জানি কিবা ঘটিল বিপদ।

ভীম।—কেন দেব! চিন্ত অকারণ?

(যে) অর্জ্জুনের বাহুবলে কাঁপে ত্রিভুবন,

দেবগণ সদা সশঙ্কিত মন,

হেন বীরে কভু নাহি বিপদ সম্ভবে।

যুধি।—নহে, ভাই, মম চিত্ত স্থির।

সদা হয় মনে মনে,

যেন প্রাণাধিক অর্জ্জুনেরে

হারাই হারাই।

তা'র সাক্ষ্য দেখ, ভাই,

বিপদের চিহ্ন সমুদায়;

ইথে অনুমানি সমূহ বিপদ।

যাও ত্বরা করি' অর্জ্জুনের অন্বেষণে,
বিলম্বেতে আর নাহি প্রয়োজন।
ভীম।—তব আজ্ঞা শিরোধার্য্য, হে রাজন্ !
যুধি।—হেন মনে অনুমানি,
বুঝি কোথা বেঁধেছে সমর ;
নহে কেন প্রাণ এত হইবে আকুল ?
হায় !
বুঝিতে না পারি,
বিধি কিবা ঘটা'ল আবার।
ওহো !
এখনও পাসরিতে নারি
জ্ঞাতিবন্ধুপরিজনগণে(র) শোকানল ;
জ্বলি'ছে প্রবল বেগে হৃদে অবিরাম।
(কৃতাঞ্জলি হইয়া)—
(হে) দেব ! বিপত্তে ত্রাণ ক'রো এ অর্জ্জুনে,
তুমি বিনা পাণ্ডবের কে আছে ভুবনে ?

দ্রৌপদীর প্রবেশ।

দ্রৌপ।—কহ, নাথ ! কোথা এবে তৃতীয় পাণ্ডব ?
দেখিনু নিশীথে অতি কুস্বপন।
যেন প্রাণেশ্বর বসি' প্রভাস পুলিনে,
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বোলে বহু করেন বিলাপ ;
এ হেন সময় আসি' দৈত্য এক
আক্রমিলা নাথে,

হরিবারে যদুপত্নীগণে।
নিরুপায় হ’য়ে নাথ কত বিনয়িলা ;
না শুনিল দৈত্যগণ আহ্বানিল রণে।

যুধি।—(স্বগত)—
নাহি জানি কি বিপদ হয় উপস্থিত।
(প্রকাশ্যে)—
তা’র পর তা’র পর, দেবি !
কহ প্রকাশিয়ে কি হইলা ?

দ্রৌপ।—ভাঙিল স্বপন মোর,
আর নাহি পাইনু দেখিতে ;
ব্যাকুল হইল চিত্ত।
কহ, নাথ ! কোথা এবে প্রাণেশ্বর ?

যুধি।—(স্বগত)—
সত্য বুঝি হয় স্বপনের কথা।
(প্রকাশ্যে)—
যাহ, দেবি ! অন্তঃপুরে ;
গেছে ভীম অর্জ্জুনেরে আনিবারে।

[দ্রৌপদীর প্রস্থান।

ভীমার্জ্জুনের প্রবেশ।

ভীম।—দাদা ! করি গো প্রণাম,
এই লও তব অর্জ্জুনেরে।

যুধি।—(বাহুপ্রসারণ করিয়া)—
আয় আয়, ভাই প্রাণের অর্জ্জুন

করি' তোরে আলিঙ্গন জুড়াই জীবন;
তুমি রে মোদের অন্ধের নয়ন,
ক্ষণেকের তরে হ'লে আঁখির অন্তর,
হেরি দশ দিক শূন্যময়।
কিন্তু, ভাই!
কেন এবে হেরি বিরস বদন?
ছল ছল করে আঁখি, বল কি কারণ?
পড়িতেছে নেত্রজল কেন অবিরাম?

অর্জ্জুন।—আর্য্য! কি বলিব আর,
পাণ্ডুরবি গেছে অস্তাচলে,
আর না উদিবে কভু;
ঘেরিয়াছে ঘোর তম হস্তিনানগরে।

যুধি।—কহ, ভাই! প্রকাশিয়ে বিলাপ-কারণ?

অর্জ্জুন।—আর্য্য! কি কহিব আর,
হারায়েছি প্রাণের সখারে।
হায়!
যাঁ'র অনুগ্রহে লভিলাম পাঞ্চালীরে,
যাঁ'র কৃপাবলে
বিপদে পাইনু পরিত্রাণ,
যাঁ' কর্ত্তৃক অবহেলে জিনি' কুরুরণ,
লভিলাম হস্তিনার সিংহাসন,
এ হেন সখারে আজি হারাইতে হ'লো।

যুধি।—(স্বগত)—
বুঝিলাম ভেঙেছে কপাল,

পাণ্ডবের আর নাহিক মঙ্গল।

(প্রকাশ্যে)—

কহ, ভাই !

কি বলিয়া নারায়ণ ত্যজিলেন প্রাণ ?

অর্জ্জুন।—আর্য্য !

বলিলেন এই বাণী মাধব মুরারি,

ত্যজি' রাজ্যভোগ,

ত্বরা করি' সবে এস স্বর্গপুরে।

যুধি।—ত্যজ শোক তাপ, ধনঞ্জয় !

বিলাপে কি ফল আর ?

চল সবে মন্ত্রণা-ভবনে,

পঞ্চ ভ্রাতা মিলি'

রাজ্যরক্ষা হেতু করি গে মন্ত্রণা।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

মন্ত্রণাভবন।

যুধিষ্ঠির, নকুল ও সহদেব আসীন

যুধি।—দেহ, ভাই !

দরিদ্র, ব্রাহ্মণে ডাকি' রাজ্য ধন যত,

পূরি' কোষ,
পূরাইয়া সবার অভিলাষ।
চল সবে মিলি' যাই বনবাসে,
করিবারে দেব-আরাধনা;
রাজ্য ধনে আর নাহি প্রয়োজন।

সহ।—হে রাজন্!
কি বিষাদে ত্যজি' হস্তিনানগর,
বন-বাস করিবেন আশ্রয়?
শরৎকৌমুদীসম যশোরাশি তব,
পূর্ণিমার শশী সম দিন দিন
পাইতেছে বৃদ্ধি হস্তিনানগরে;
কি কারণে ত্যজি' সব যা'বে বনবাসে?

যুধি।—শুন, ভাই সহদেব!
রাজ্য হেতু করিলাম জ্ঞাতিবন্ধুবধ,
নাহি জানি কত দিনে হ'বে পাপক্ষয়।
সেই হেতু বনবাস করিয়ে আশ্রয়,
ল'য়ে দেবনাম করিব এ দেহ ত্যাগ।

ভীমের প্রবেশ।

ভীম —বিলম্ব কি হেতু, পাণ্ডবের নাথ?
দেহ অনুমতি বিলাইতে রাজ্য ধন;
আসিয়াছে দরিদ্র, ব্রাহ্মণ যত,
রাজদ্বারে আছে দাঁড়াইয়া;
আজ্ঞা হয়; করি ধন বিতরণ।

যুধি।—দেহ, ভাই! দরিদ্র, ব্রাহ্মণে রাজধন,
পূরাইয়া সবার বাসনা;
দেখো যেন কেহ না হয় বঞ্চিত।

ভীম।—তব আজ্ঞা শিরোধার্য্য, ধর্ম্মরাজ!

[প্রস্থান।

যুধি।—চল, ভ্রাতৃগণ! সবে মিলি',
রাজসিংহাসনে
পরীক্ষিতে করি গিয়া অভিষেক;
রাজ্যভার সব করি সমর্পণ।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

রাজপথ।

উন্মত্তবেশে প্রজাগণের প্রবেশ।

প্র-প্রজা।—হায়! হায়! কি হ'লো! কি হ লো!
হস্তিনানগর হ'লো অন্ধকার;
কোথা গেলো মহারাজ ত্যজি' সবাকারে?
হায়, ধর্ম্মরাজ!
কি দোষে ত্যজিলে প্রজাগণে?
কিবা অপরাধ করিয়াছি তব পদে?"

তোমা বিনা বল,
কেবা আর পালিবে সন্তান সম ?
কে হইবে দুঃখে দুঃখী আর ?

দ্বি-প্রজা।—হায় ! হায় ! কি হ'লো ! কি হ'লো !
হস্তিনানগর হ'লো শূন্যাকার !
হায়, মহারাজ !
এই ছিল তব মনে,
চির দিন কাঁদাইবে প্রজাগণে ?
ওহো ! কি হ'লো ! কি হ'লো !
কোথা গেলো পাণ্ডবরতন ?
হায়, নাথ !
সোণার হস্তিনাপুরে বসাইলে বন !

তৃ-প্রজা।—শুন, ভ্রাতৃগণ ! বিলাপে কি ফল আর ?
চল সবে মিলি' যাই
মহারাজের উদ্দেশে,
যথায় গেছেন গুণমণিগণ।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

ভদ্রকালী পর্ব্বত।

যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব ও
দ্রৌপদীর প্রবেশ।

যুধি।—হের, ভাই! কাননের শোভা;
মরি মরি, কিবা অপরূপ!
হেরি' বন-শোভা
হইতেছে প্রফুল্লিত কায়;
এস, এই স্থানে সবে লভি হে বিশ্রাম।

ভীম।—আর্য্য!
ক্ষুধানলে তনু জ্বলে, দহি'ছে অন্তর,
বল কি উপায়ে করি উদর পূরণ?

যুধি।—(স্বগত)—
ভীম-ক্ষুধা নাহি দেখি শান্তির উপায়;
নাহি কিছু খাদ্যদ্রব্য হেথা
দিয়ে করি উদর পূরণ;
অপঃদ্রব্যে নাহি হ'বে ক্ষুধা নিবারণ।

ভীম।—দেহ অনুমতি, ধর্ম্মরাজ!
যাই বনমাঝে মৃগবধ করি'
করি উদর পূরণ;
নাহি সহিবারে পারি;
জ্বলে ক্ষুধানলে দেহ,
জ্বলন্ত অনলে ঘৃতাহুতি সম।

যুধি।—যাও, ভাই! বনমাঝে,
কর ক্ষুধা নিবারণ;
কিন্তু ভাই! নাহি হিংসা ক'রো প্রাণিগণে;
সর্ব্বত্যাগ করি'
এসেছি কাননমাঝে পুণ্যের কারণ।

ভীম।—তব আজ্ঞা শিরোধার্য্য।
(সহদেবের প্রতি)—
আয়, ভাই সহদেব! যাই বনমাঝে,
আনিবারে বন-ফল মহারাজ হেতু।

সহদেব।—দেহ আজ্ঞা, ধর্ম্মরাজ!
যাই মধ্যম পাণ্ডব সনে।

যুধি।—যাও, ভাই! ভীমের সহিত।

সহ।—যে আজ্ঞা, রাজন্!

[ভীমের সহিত সহদেবের প্রস্থান।

দ্রৌপ।—(স্বগত)—
টল মল করে অঙ্গ বসিতে না পারি;
কাঁপি'ছে সর্ব্বাঙ্গ দেহ,

যেন রাহুগ্রস্ত শশী ;
হেরিতেছি চারি দিক তমোময়,
যেন অমানিশি ;
অনুমান হয় মনে
যেন ভূত প্রেত আসি' চারি দিকে,
অট্টহাস্তে কহি'ছে আমায়,—
"আয়, আয়, আয়।"
ওহো !
কি ভীষণ মূরতি,
দেখে ভয় হয় মনে !

(প্রকাশ্যে)—

ওহো নাথ !
কিবা ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি হেরিনু নয়নে,
ভীষণ আকৃতি এক মহিষ-বাহনে,
কহি'ছে আমায়,—
"আয়, রে পাঞ্চালি,
ল'য়ে যাই তোরে যমপুরে।"
রক্ষ রক্ষ, প্রাণেশ্বর !

অর্জ্জুন।—কহ, প্রিয়ে !
কা'র হেন সাধ্য স্পর্শিতে এ বর বপুঃ ?
এই আমি ধরিলাম করে ধনুর্ব্বাণ,
এখনি নাশিব তা'রে।

দ্রৌপ।—নাথ ! হইনু বিদায়,

যেন জন্মজন্মান্তরে পাই ও চরণ।

(পতন)

অর্জ্জুন।—একি একি, প্রিয়ে! নীরবিলে কেন?
কেন বদনমণ্ডল হেরি হে মলিন?
কেন তব রূপরাশি হ'তেছে বিলীন?
উঠ উঠ, প্রাণেশ্বরি! ত্যজ ধরাসন।
ওহো! কি হ'লো! কি হ'লো!
এত দিনে সব আশা ফুরাইল!
কোথা গেলো কৃষ্ণা ছাড়ি' পাণ্ডবেরে?
কহ, মহারাজ!
একি সর্ব্বনাশ আজি হ'লো উপস্থিত!
হায়!
যবে মধ্যম পাণ্ডব আসি'
জিজ্ঞাসিবে মোরে,—
"কহ, পার্থ! কোথা রে পাঞ্চালী?"
কি দিব উত্তর তবে;
কেমনে কহিব, হায়! এ নিষ্ঠুর বাণী;
কি ব'লে বুঝা'ব তাঁ'রে কিসে বাঁধি' প্রাণ।
রে নিদয় বিধি!
এই হ'লো তোর বিধি,
যা'র মুখ চাহি' পাসরিনু এত দুঃখ,
আজি অনায়াসে হ'রে নিলি সে রতনে!
(দ্রৌপদীর মস্তক ক্রোড়ে লইয়া)—
উঠ, প্রাণেশ্বরি! ত্যজ ধরাসন।

কি বিষাদে আজি পড়ি' ধরাতলে
আছ, পাণ্ডবের হৃদয়-রতন!
মেল আঁখি, পঙ্কজনয়না!
করুণা প্রকাশি' আজি পাণ্ডবের প্রতি।
কই, প্রিয়ে! উঠিবে না আর?
আর না ডাকিবে প্রাণেশ্বর বলি'?
ওহো!
বুঝিনু বুঝিনু আজি,
জনমের তরে ত্যজিয়াছ পাণ্ডবেরে;
আর না উঠিবে,
আর না করিবে পুনঃ নাথ সম্বোধন।
হায়, প্রিয়ে!
এই ছিল তব মনে,
ভাসাইয়ে শোক-নীরে করিলে প্রস্থান?
বল, আর কা'র মুখ চাহি' জুড়া'ব জীবন?
তোমা বিনা কেবা আর
সুমধুর বাক্যে করিবে সান্ত্বনা?
হায়, প্রিয়ে!
যবে প্রাণাধিক অভিমন্যু
সমর-প্রাঙ্গণে ত্যজিল জীবন,
চাহি' তব মুখ,
অনায়াসে ধ'রেছি জীবন।
কিন্তু, বল এবে,
আর কা'র মুখ চাহি' পাসরিব দুঃখ?

কেবা আর নিবারিবে শোকানল ?

যুধি।—শুন, ধনঞ্জয়! বিলাপে কি ফল আর ?

পাষাণে বাঁধি' হৃদয়, ত্যজ শোক তাপ,

অনুতাপে আর কিবা প্রয়োজন ?

অর্জ্জুন।—আর্য্য!

কেমনে পাসরি (এ) নিদারুণ শোক-শেল ?

ছিল এত দিন কৃষ্ণা

শোক-সাগরেতে বাঁধসম,

কিন্তু আজি, হায়!

কাল প্রচণ্ড বাত্যা উঠি' ভাঙিল (সে) বাঁধ ;

উথলিল দুঃখ-বারি, নাহি রক্ষা আর।

ওহো!

দহি'ছে হৃদয় পাঞ্চালী বিহনে,

যেমতি দাবানলে দহে বন-কুল।

প্রাণ ফাটিবারে চায়, তবু নাহি যায়,

নাহি জানি কিবা কঠিন হৃদয়।

যাও যাও, প্রাণ, কি আশে রে আছ আর ?

যা'র মুখ চাহি' ছিলে এত দিন,

সে ত ত্যজিয়াছে প্রাণ।

ভীম ও সহদেবের প্রবেশ।

ভীম।—(স্বগত)—

একি হেরি,

কেন সবে নতশিরে করি'ছে বিরাজ ?

নীরব কেন বা সবে?
কি হেতু বা সবে বিষাদে মগন?
বুঝিতে না পারি কিবা হ'লো সর্ব্বনাশ!
(সহদেবের প্রতি)—
হের, ভাই সহদেব!
কেন ধর্ম্মরাজ, অর্জ্জুন, নকুল
বসি' ধরাসনে?
কি কারণে আঁখিনীরে ভাসে হৃদিমাঝ?
কেন নাহি হেরি পাঞ্চালীরে?

সহ।—(স্বগত)—
বুঝিতে না পারি কিবা ঘটিল বিপদ।
(প্রকাশ্যে)—
চল, আর্য্য! জিজ্ঞাসি রাজায়।

ভীম।—কহ ত্বরা করি', ভাই ধনঞ্জয়!
কোথা রে পাঞ্চালী পাণ্ডবজীবন?
কেন নাহি হেরি তা'রে?
কি কারণে হেরি তব
রাহুগ্রস্ত শশী সম বদনমণ্ডল?
ছল ছল করে আঁখি বল কি কারণ?
পড়িতেছে নেত্রজল কেন অনিবার?
নীরব কেন, রে ভাই?
কি হেতু বা নাহি দিতেছ উত্তর?
কহ প্রকাশিয়ে শীঘ্র বিবরণ,
কি কারণে সবে ভাস বিষাদ-সাগরে?

অর্জ্জুন।—আর্য্য! কি কহিব আর;
কহিতে সে কঠিন বারতা
হৃদি মম শতধা বিদরে।
হায়!
পাণ্ডবের আর নাহিক মঙ্গল,
অস্ত গেছে সুখ-তারা জনমের মত,
আর না উদিবে কভু পূরব-গগনে;
ঘেরিয়াছে ঘোর তম পাণ্ডব-অন্তরে।
হায়!
হারায়েছি রাজলক্ষ্মী জনমের মত।

ভীম।—একি অলক্ষণ শুনি আজি, রে অর্জ্জুন?
ত্যজিয়াছে প্রাণ
পাণ্ডবের হৃদয়ের ধন?
ওহো! কি হ'লো! কি হ'লো!
কোথা গেলো ছাড়ি' প্রাণেশ্বরী!
কে করিল চুরি হৃদয়মাঝার হ'তে
পাণ্ডবের হৃদয়-রতন?
কা'র হেন সাধ্য
ল'য়ে যায় পাণ্ডব-রতন?
এখনি পাঠা'ব তা'রে শমন-ভবন।
দে রে ত্বরা করি' গদা ধনুর্ব্বাণ,
উলটি' পালটি' সাগরের জল,
খুঁজিব কোথায় আছে প্রাণেশ্বরী;
চূর্ণিব পর্ব্বতশ্রেণী করি' খান খান;

স্বর্গ মর্ত্ত্য এককালে দিব রসাতলে ;
পদচ্যুত করি' দেবগণে
নাশিব সবার প্রাণ,
নাহি র'বে এক জন ;
ডুবাইব সাগর-সলিলে
শচী সহ বাসবের কনক-আসন ;
বিদূরিত করিব সংহার-কার্য্য হ'তে
আজি যমরাজে ;
তাঁ'র আজ্ঞায় রহিয়াছে পাণ্ডব-রতন ;
নহে কা'র হেন সাধ্য,
ভেক হ'য়ে পারে ফণিমণি হরিবারে ?
আজি বিনাশি' তাঁহারে,
ঘুচাইব মনোদুঃখ,
নিভাইব শোকানল ।
ওহো !
সহেছি অনেক দুঃখ,
আর নাহি সহিবারে পারি ।
দে রে ত্বরা করি' গদা ধনুর্ব্বাণ,
বিলম্বেতে আর কিবা প্রয়োজন ।

যুধি ।—পরিহর রোষ (হে) বৃকোদর !
কেন রোষভরে সৃষ্টি করিতে বিনাশ
হ'তেছ উদ্যত ?
তব রোষ হেরি' কাঁপি'ছে বসুধাদেবী,
পদ্মপত্রে বারিবিন্দু যথা ।

ভীম।—আর্য্য! কেমনে পাসরি এই শোক-শেল?
সহিতে না পারি আর;
দহিতেছে শোকানলে হৃদয় আমার।
*   *   *   *   *   *
হায় প্রিয়ে! কোথা যাহ ছাড়ি' পাণ্ডবেরে?
তোমা বিনা
আর কা'র মুখ চাহি' পাসরিব দুঃখ?
উঠ উঠ, প্রাণেশ্বরি! ত্যজ ধরাতল,
কি বিষাদে আজি হইয়ে মগন,
আছ পড়ি' ধরাসনে?
উঠ, প্রিয়ে! ত্যজ ধরাধার,
দেখ চাহি'
আসিয়াছে ভীম তব আদরের ধন।
কহ প্রকাশিয়ে,
কি কারণে হেরি হে এমন?
কয়েছি কি কেহ কটু-বাণী তবে?
তাই আছ
অভিমানে ধরাসনে করিয়ে শয়ন?
উঠ, প্রিয়ে!
কহ, কা'র হেন সাধ্য
জলন্ত পাবকে দিল ঘৃতের আহুতি?
এখনি নাশিব তা'রে দেহ অনুমতি।
দেবি! পেলে তব শ্রীমুখের বাণী,
যাই চলি' দমিতে পামরে।

প্রিয়ে ! ভাবি' দেখ দেখি মনে,
তব চিত্ত সুপ্রসন্ন হেতু,
বধিয়াছি উনশত ভ্রাতা দুর্য্যোধনে ;
বক্ষ চিরি' রক্ত পান করি দুঃশাসনে ;
গদাঘাতে উরু ভাঙি' মারি দুর্য্যোধনে।
তোমা হেতু বনমাঝে,
অপমান করিয়াছি পাপী জয়দ্রথে ;
তোমা হেতু বধিলাম হিড়িম্ব, কির্ম্মীরে ;
নিঃক্ষত্র করিনু ক্ষিতি তোমার কারণে।
আর বধিয়াছি কত শত বীরে,
করিয়াছি কত রণ ;
হেরেছ স্বচক্ষে সেই অদ্ভুত ব্যাপার।
তবে কি হেতু নীরব এবে ?
কেন নাহি দিতেছ উত্তর ?
কই, প্রিয়ে ! কেন নাহি ত্যজ ধরাতল ?
কি হেতু বা নাহি দিতেছ উত্তর ?
সাধিতেছি এত করি' পায়ে ধরি',
তবু কেন নাহি কথা কও ?
হে মানিনি ! মান ত্যজি'
এক বার মুখ তুলি' দাসের প্রতি চাও।
ওহো !
বুঝিনু রে আজি ভেঙেছে কপাল !
আর না উঠিবে পুনঃ,
ত্যজিয়াছ জনমের তরে পাণ্ডবেরে।

হায়! হায়! কি হ'লো! কি হ'লো!
কেন বিনা মেঘে আজি হ'লো বজ্রাঘাত?
কেন রে পাঞ্চালী ছাড়িল পাণ্ডবে?
ওহো!
এত দিনে আশা-লতা হ'লো উন্মূলিত,
বৃথা রণ হইল রে সার,
বৃথা কুরুকুল করিলাম ক্ষয়!
হায়!
কেন বৃথা বিনাশিনু ভ্রাতা দুঃশাসনে,
কেন বা বধিনু, হায়! রাজা দুর্য্যোধনে,
কেন বধিলাম ক্ষত্রবীরগণে,
ওহো!
সব আশা এককালে হ'লো রে বিলোপ!

যুধি।—সম্বর বিলাপ, বৃকোদর!
বীর তুমি, বীরমধ্যে হ'য়ে অগ্রগণ্য,
রমণীর ন্যায়
বিলাপ কি কভু শোভা পায় তব?
পাষাণেতে বাঁধিয়ে হৃদয়;
চল সবে মিলি' যাই স্বর্গপুরে।

ভীম।—কহ, ধর্ম্মরাজ!
কোন্ পাপ হেতু
পর্ব্বতে পড়িল যাজ্ঞসেনী?
পতিব্রতা হ'য়ে,
কেন নাহি পারিল যাইতে স্বর্গপুরে?

যুধি—শুন, ভাই! ইহার কারণ;
সর্ব্বাপেক্ষা স্নেহ করিত পার্থেরে,
সেই পাপ হেতু কৃষ্ণা, না পারিল
সশরীরে যাইবারে স্বর্গপুরে।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রৈবতক পর্ব্বত।

যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবের প্রবেশ।

ভীম—কহ, আর্য্য!
এই যে ধবলাকার উচ্চ গিরি-শৃঙ্গ,
পরশে গগন, কি নাম ইহার?

যুধি—রৈবত ইহার নাম,
এখানে আছেন বিষ্ণুমূর্ত্তি চতুর্ভুজ;
চল সবে পা'বে দেখিবারে।

সহ।—(স্বগত)—
একি! কেন আজি অবশ হইল কলেবর?
কেন পদে পদে
পদদ্বয় হ'তেছে স্খলন?
বুঝিতে না পারি কিবা হয় উপস্থিত

(প্রকাশ্যে)—

আর্য্য! ধর ধর মোরে।

(পতন)

নকুল।—এ কি, ভাই সহদেব!

কোথা যাহ ছাড়িয়ে আমারে?

(পতন)

যুধি।—কহ, ভাই ভীমসেন!

কেন ঘন ঘন কাঁপিল ধরণীতল?

কি হেতু বা ভয়াকুল চিত্তে

মৃগকুল পলাই'ছে ঊর্দ্ধমুখে?

কেন বা কুলায় ছাড়ি' পিককুল,

কলরব করি' উড়িল আকাশে?

ভীম।—আর্য্য!

পর্ব্বত উপরে পড়ি'

ত্যজিল প্রাণ নকুল সহদেব,

তাই কাঁপিল বসুধাদেবী।

যুধি।—কি বলিলে, ভীম!

পড়িল নকুল সহদেব?

ওহো! কি হ'লো! কি হ'লো!

কোথা গেলো ছাড়িয়ে আমায়!

(মূর্চ্ছা)

অর্জ্জুন।—(স্বগত)—

বুঝি ফুরাইল আজি পাণ্ডবের লীলা।

(প্রকাশ্যে)—

আর্য্য ধর্ম্মরাজ! ত্যজ ধরাতল,
আর নাহি পারি হেরিবারে
ধূলি-শয্যা করিতে শয়ন।

যুধি।—(গাত্রোত্থান করিয়া নকুল ও সহদেবের মস্তক ক্রোড়ে লইয়া)—

উঠ, ভাই! যুধিষ্ঠির-অঞ্চলের ধন,
তোদের বিহনে
কা'র মুখ চাহি' আর নিবারিব দুখ?
হ্যাঁ রে ভাই!
যবে বনবাস করিতে আশ্রয়,
পঞ্চ ভ্রাতা মিলি' করিনু মন্ত্রণা,
হয়েছিলে উদ্‌যোগী তবে
এই হেতু কি রে?
উঠ উঠ, ভাই নয়নের মণি!
ডাক একবার আর্য্য-সম্বোধনে,
জুড়াও, রে ভাই! যুধিষ্ঠির-তাপিত-হৃদয়,
নারি সহিবারে তোদের যাতনা।
একি ভাই!
এত করি' সাধিতেছি সকাতরে,
তবু কেন না কহিস্ কথা?
কি হেতু বা নাহি ত্যজ ধরাতল?
হ্যাঁ রে ভাই!
তোদের বিহনে

কেবা আর করি' প্রাণপণ রণ,
বসাইবে মোরে রাজসিংহাসনে?
কে আর করিবে বল চামর ব্যজন?
কেবা আর যজ্ঞ করিবারে
আনিবেক রতন কাঞ্চন?
উঠ উঠ, ভাই! ত্যজ ধরাসন;
একি, ভাই! হেরি অলক্ষণ!
সোণার বরণ কেন হইতেছে বি-বরণ?
তবে কি রে ভাই, ত্যজিলে আমারে?
ওহো! কি হ'লো! কি হ'লো!
কোথা গেলো রে নকুল সহদেব?
হায়!
কা'র মুখ চাহি' আর ধরিব জীবন!
দেহ, ভাই ভীম! শীঘ্র চিতা-সজ্জা করি',
এখনি ত্যজিব এ পাপ জীবন;
কিবা ফল রেখে আর জীবনে জীবন!

অর্জ্জুন।—হে আর্য্য! আপনি শোকে হইলে বিমুগ্ধ;
কে আর থাকিবে স্থির?
কে বা নিবারিবে সবাকারে?
হে রাজন্! ত্যজ বৃথা শোক তাপ,
কভু নাহি সাজে হেন সাজ আপনার।

যুধি।—শুন, ভাই ধনঞ্জয়!
সয়েছি অনেক শোক,
পেয়েছি অনেক ক্লেশ,

অনায়াসে সহিয়াছি তাহা।
কিন্তু, ভাই! ভাব দেখি মনে,
যবে প্রাণাধিক অভিমন্যু
সমর-প্রাঙ্গণে ত্যজিল জীবন,
পাষাণে বাঁধিয়ে এ হৃদয়,
সয়েছি সে নিদারুণ শোক-বেগ;
এবে মনে হ'লে,
জ্বলে উঠে সেই শোকানল।
আর ভাই! হয় কি স্মরণ?
যবে পাপী অশ্বত্থামা প্রবেশি' শিবিরে,
বিনা দোষে বিনাশিল পুত্রগণে,
স'য়েছি সে নিদারুণ শোকবেগ
কৃষ্ণ-আজ্ঞা বলি';
নিবারেছি সবাকারে পড়ে কি রে মনে
আর, ভাই, হেরেছ নয়নে,
পাঞ্চালীর মৃত্যু হেরি'
নাহি হ'য়েছিনু দুঃখী,
এবে পাসরিতে নারি দুঃখ;
জ্বলে দুঃখানলে,
প্রবল অনল সম মোর এ হৃদয়।
হা নকুল সহদেব!
কোথা গেলি ছাড়িয়ে আমায়?
কিবা দোষে ত্যজিলে আমারে?

অর্জ্জুন।—আর্য্য! বিলাপে কি ফল আর?

দ্রৌপদী, নকুল, সহদেব
গেছে অগ্রে চলি' স্বর্গপুরে ;
চল মোরা হই অগ্রসর,
সবাকার সনে তথা হইবে মিলন।

ভীম।—কহ, নৃপমণি!
কোন্ পাপ হেতু
পর্ব্বত উপরে পড়িল নকুল সহদেব ?
কেন সশরীরে
না পারিল যাইবারে স্বর্গপুরে ?

যুধি।—শুন, ভাই, ইহার বিশেষ বিবরণ ;
হ'য়ে ত্রিকালজ্ঞ সহদেব,
যবে আহ্বানিল
পাশক্রীড়া হেতু ভ্রাতা দুর্য্যোধন,
জানি' পরাজয় মাদ্রীর নন্দন
নাহি নিবারিল অক্ষক্রীড়া করিবারে।
আর যবে পাঠাইল বারণাবতে,
মারিবারে পোড়াইয়া সবাকারে ;
জানি' কুলের বিনাশ না বলিল ;
সেই পাপে পর্ব্বতে পড়িল সহদেব।
আর যবে কুরুক্ষেত্রে হইল সমর,
কর্ণের সহিত আমি করিয়া সংগ্রাম,
ক্লান্ত হইয়া পড়েছিনু সমর ভিতরে,
বিনাশিতে আসিলেন অগ্রজ আমারে।
থাকিয়া নকুল নিকটেতে,

যুদ্ধ নাহি করিল আমার রক্ষা হেতু;
সেই পাপে না পারিল
যাইবারে সশরীরে স্বর্গপুরে।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

নন্দিঘোষ পর্ব্বত।

যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জ্জুনের প্রবেশ।

যুধি।—হের, ভাই, কিবা অপরূপ শোভা!
শোভি'ছে বিটপি-শ্রেণী হ'য়ে সারি সারি;
সবে ফলপুষ্পভরে নত করি' শির,
দুলিতেছে সমীর-হিল্লোলে মৃদু মৃদু গতি;
বহি'ছে মলয়ানিল মধুর নিস্বনে।
বসি' শাখী'পরে,
ডাকিতেছে শ্যামা, শুক আদি পিককুল
সুললিত স্বরে।
আহা! মরি মরি, কিবা অপরূপ শোভা!
হেন শোভা কভু হেরি নে নয়নে,
অনুমান হয় মনে স্বর্গতুল্য স্থান।

ভীম।—এ কি! হেথা কেন শুনি বামা-রোল?
আহা! মরি মরি, কিবা কণ্ঠস্বর;

কিবা সুললিত স্বরে করিতেছে গীত ;
অনুমান হয় মনে,
ভ্রমর ভ্রমরী মিলি' করি'ছে ঝঙ্কার।
যুধি।—শুন, ভীম ! হেথা স্বর্গতুল্য স্থান ;
দেব দেবী সবে আসি' কানন-মাঝারে,
সহচরী সহ সদা করেন বিহার ;
দেখো, ভাই !
কিছু ব'লো নাক কা'রো, দেবে অভিশাপ।
অর্জ্জুন।—আর্য্য ! ধর ধর মোরে।
হা প্রিয়ে পাঞ্চালি !
এ সময় রহিলে কোথায় ?
যুধি।—এ কি ! এ কি আজি হ'লো সর্ব্বনাশ ?
কোথা যাহ, ভাই, ছাড়িয়ে আমায় ?
উঠ উঠ, ওরে বীরচূড়ামণি,
ডাক একবার আর্য্য-সম্বোধনে,
মিলি' আঁখি বারেকের তরে,
জুড়াও রে মোর তাপিত হৃদয়।

* * * *

কই, ভাই ! কেন নাহি ত্যজ ধরাতল ?
কেন না ডাকি'ছ ধর্ম্মরাজ বলি' ?
কেন নাহি চাহ যুধিষ্ঠিরপ্রতি ?
কেন আজি মম বাক্য না কর পালন ?
হ্যাঁ রে ভাই ! পড়ে না কি মনে,
যবে কুরুগণ সনে হইল বিবাদ,

মম আজ্ঞা ল'য়ে
কৌরব সেনানী যত করিয়া বিনাশ,
অনায়াসে সমরে করিলে জয়লাভ ;
রাখিলে অক্ষয় কীর্ত্তি ভারতমাঝারে ?
আর ভাই !
পালিয়াছ মম বাক্য সদা শিরে ধরি'
যথা রাম-অনুজ লক্ষ্মণসম।
কিন্তু আজি, কেন না পালি'ছ মম বাণী ?
কেন এখনও আছ করিয়ে শয়ন ?
উঠ, ত্যজ ধরাতল,
বিলম্বেতে আর কিবা প্রয়োজন।

*   *   *   *

ওহো ! বুঝিনু রে আজি ভেঙেছে কপাল,
হারায়েছি জনমের তরে অর্জ্জুনেরে।
হায় ! হায় ! কি হ'লো ! কি হ'লো !
কোথা গেলো ছাড়ি' ধনঞ্জয় ?
হায়, ভাই !
কিবা দোষে ত্যজিলে আমারে ?
ক'রেছি কি কোন অপরাধ তব কাছে,
তাই ছাড়ি' মোরে করিলে হে পলায়ন ?
হ্যাঁ রে ভাই !
রাজসূয়-যজ্ঞকালে
যাইয়ে পাতালপুরে,
পুত্রহস্তে ত্যজিলে জীবন ;

কিন্তু, ভাই!
শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদে পুন পেয়েছিলে প্রাণ।
তবে কি রে আজি মম অদৃষ্টের গুণে,
জনমের তরে হারাইনু তোমা হেন ধনে?
ওহো! কি হ'লো! কি হলো!
সুধা হ'তে গরল উঠিল,
আশালতা সমূলে শুকা'ল;
হায়!
ছাড়িয়ে অর্জ্জুন কোথা পালাইল?

ভীম।—আর্য্য!
বিলাপে কি ফল আর?
পাষাণেতে বাঁধিয়ে হৃদয়,
দেবোদ্দেশে হই অগ্রসর।

যুধি।—ভীম (রে)! আর না যাইব স্বর্গপুরে।
আসি' স্বর্গহেতু হারাইনু সবাকারে,
বল, আর কা'রে ল'য়ে করিব গমন?
কাজ নাই আর, ভাই, গিয়া স্বর্গপুরে।

ভীম।—কহ, পাণ্ডবরতন!
যা'র পরাক্রমে সুরাসুর, নর
নাহি ছিল সমকক্ষ কেহ তা'র,
কোন্ পাপহেতু, হেন ভাই
প্রাণ দিল নন্দিঘোষ পর্ব্বত-উপরে?

যুধি।—শুন, ভাই বৃকোদর!
কোন্ পাপে পড়ে পার্থ, পর্ব্বত উপরে।

আমা' হৈতে দ্রৌপদীর বশ ধনঞ্জয়,
এই হেতু নারিল যাইতে স্বর্গপুরে।

[প্রস্থান

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

সোমেশ্বর পর্ব্বত।

যুধিষ্ঠির ও ভীমের প্রবেশ।

ভীম।—(স্বগত)—

এ কি!
কেন অমঙ্গলচিহ্ন করি দরশন?
কম্পিত চরণ, কেন আকুলিত মন?
কেন বাম অঙ্গ নৃত্য করে ঘনে ঘন?
স্পন্দিত নয়ন কি কারণ?
কেন বা নিরখি চারি দিক্ ধূমময়?
ভুজ কেন আজি গদা ধরিতে অশক্ত?
কেন পাঞ্চালীর শোক হইল প্রবল?
বুঝিতে না পারি কিবা ঘটে অমঙ্গল।

(প্রকাশ্যে)—

আর্য্য! ধর ধর মোরে।

(পতন)

যুধি।—এ কি, এ কি! ভীম!

কোথা যাহ ছাড়ি' যুধিষ্ঠিরে?

কা'র মুখ চাহি' আর পাসরিব দুঃখ?

তোমা বিনা কে করিবে আর্য্য-সম্বোধন?

কে রক্ষিবে আর বিপদ-সাগরে?

উঠ উঠ, ভাই, ত্যজ ধরাতল,

ধূলিশয্যা কভু তোমা নাহি শোভা পায়।

কই, ভীম! কেন নাহি দিতেছ উত্তর?

কেন না পালি'ছ মম বাণী?

কেন নাহি ত্যজ ধরাতল?

হ্যাঁ রে ভাই!

আজি কি কারণে

পুনঃপুন মম বাক্য করিয়ে লঙ্ঘন,

আছ ধূলিশয্যায় করিয়ে শয়ন?

সোণার বরণ হইতেছে বি-বরণ,

উঠ, ত্যজ ধরাসন;

শয়নে কি ফল আর?

কই, ভীম! কেন নাহি ত্যজ ধরাতল?

কি হেতু এখনো আছ করিয়ে শয়ন?

হ্যাঁ রে ভাই!

তোমা বিনা বল আর,

কে রক্ষিবে অরণ্যে, অনলে, শত্রুমাঝে ?
কে উদ্ধারিবে বিপদ-সাগরে ?
হায়, ভাই !
যবে দুষ্ট দুর্য্যোধন,
পাপ পুরোচন পুরী করিল দাহন,
চলিতে না পারি
নিদ্রা-ঘোরে সুড়ঙ্গেরি পথে ;
একা সবাকারে কোলে করি'
করিলে উদ্ধার।
বধি' দুষ্ট বৃকে,
ব্রাহ্মণেরে বিপদে করিলে পরিত্রাণ ;
হিড়িম্বেরে মারি'
হিড়িম্বার সনে করিলে হে পরিণয় ;
লক্ষ রাজা জিনিয়া লভিলে দ্রৌপদীরে ;
বিরাটেরে মুক্ত কৈলা সুশর্ম্মার ঠাঁই।
বনমাঝে জটাসুর কির্ম্মীরাদি
করিয়ে বিনাশ,
সবারে করিলে পরিত্রাণ ;
নিক্ষত্র করিলে ক্ষিতি ভারত-সমরে।
বধি' দুর্য্যোধন আদি
ঊনশত ভ্রাতা রণে,
বসাইলে মোরে ইন্দ্রপ্রস্থ-সিংহাসনে ;
হই আমি রাজা তোমার প্রতাপে।
আর কত বার

করিয়াছ ত্রাণ বিপদ-সাগরে।
বধি' দুষ্ট কীচকেরে,
ক'রেছ সন্তুষ্ট পাঞ্চালীরে।
কাটি' অশ্বত্থামা-শির,
লইলে হে পুত্রহন্তার প্রতিশোধ।
হায়, ভাই!
মম বাক্য শুনি' ত্যজি' রাজ্যধন,
আইলে যাইতে স্বর্গপুরে;
তবে কেন
করিলে শয়ন পর্ব্বত-উপরে?
কি কারণে নাহি দিতেছ উত্তর?
কি হেতু বা আজি
মম বাক্য নাহি করি'ছ পালন?
হ্যাঁ রে ভাই!
পড়ে না কি মনে?
যবে কপট পাশায় হ'য়ে পরাজিত,
রাজ্য, ধন সব করিয়ে বিনষ্ট,
পঞ্চভ্রাতা মোরা দাসরূপে
দুর্য্যোধন-পাশে হইলাম বদ্ধ,
আনিল কৃষ্ণার কেশ ধরি' দুঃশাসন,
বিবসন করিতে চাহিল সভা-মাঝে;
বসাইতে উরুদেশে চাহি' দুর্য্যোধন,
দেখাইল উরু দ্রৌপদীরে;
আর বলিল যে কত কুবচন;

কিন্তু মম বাক্য বলি’ না করি’ উত্তর,
গেলে চারি ভ্রাতা মম সনে বনবাসে।
দ্বাদশ বৎসর বনে করিয়া ভ্রমণ,
করিলে হে কত ক্লেশ সহ্য অনিবার।
আর ভাই! ভাবি’ দেখ মনে,
চিরদিন তুমি মোর আজ্ঞা-অনুসারী,
মম বাক্য শিরে ধরি’ ক’রেছ পালন;
তবে কেন আজি না পালি’ছ মম বাণী?
কেন নাহি ত্যজ ধরাতল?
উঠ উঠ, ভাই!
চল পুন গদা ধরি’ করে,
দুষ্ট জনে করিতে দমন।
হায়! হায়! কি হ’লো! কি হ’লো!
আশালতা সমূলে শুকা’ল,
অস্ত গেলো দিনমণি নিভিল আলোক।
হায়, ভাই!
কিবা দোষে ত্যজিয়ে আমারে,
করিলে শয়ন পর্ব্বত-উপরে?
হ্যাঁ রে ভাই!
তো’দের বিহনে
আর কা’রে ল’য়ে যা’ব স্বর্গপুরে?
কেবা জিজ্ঞাসিবে আর পথের বারতা?
হে বিধাত!
শেষে লিখেছিলে এই যুধিষ্ঠির-ভালে!

রাগিণী—সুরট-মল্লার। তাল—আড়াঠেকা।

হ'লো বিধি প্রতিকূল অভাগা-কপালে, হায়!।
হারাইলাম রাজ্য, ধন, ভার্য্যা, পুত্র, ভ্রাতায়॥
স্বর্গহেতু আসি' বন, হারাইল সবে প্রাণ,
পড়িল ভীম অর্জ্জুন, হ'লো বিধি নিরদয়।
যাহাদের বীর-ভরে, কাঁপে ধরা থর থরে,
আজি সেই বীরগণ ত্যজিল জীবন;
কি হ'বে উপায় এবে, কেবা বিপদে রাখিবে,
কেবা আর সম্ভাষিবে কেন রে জীবন রয়॥

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

গন্ধমাদন পর্ব্বত।

পর্ব্বতোপরি যুধিষ্ঠির আসীন।

সখীগণের সহিত লীলাবতীর প্রবেশ।

রাগিণী—বাহার। তাল—খেম্‌টা।

বসন্ত আগমনে কিবা শোভা ভুবনে।
সেজেছে কি'ধরা দেবী আহা ফুল-ভূষণে॥

ফুটিয়াছে নানা ফুল, বহিছে মলয়ানিল,
সমাকুল অলিকুল মত্ত মধুর আঘ্রাণে।
ডাকিতেছে পিকগণ, ধরিয়ে পঞ্চম তান,
সুশীতল প্রাণ মন কোকিলেরি কূজনে ॥

লীলা।—হের, সখি! কিবা শোভা হ'য়েছে কাননে,
ফুটেছে কুসুম কত ছুটি'ছে আঘ্রাণ,
গন্ধ পেয়ে অলিকুল আসি' ঝাঁকে ঝাঁকে,
বসি'ছে কুসুম'পরে হ'য়ে থাকে থাকে,
উন্মত্ত হইয়ে সবে করে মধুপান,
ধরি' গুন্ গুন্ রব দিতেছে রে তান।

প্র-সখী।—আহা, মরি মরি, কিবা অপরূপ হেরি!
কিবা সুললিত স্বরে
পিকগণ শাখা'পরে
দিতেছে রে কুহু কুহু তান।
ফুলচয় হেলি' দুলি'
স্বামী সহ কেলি করি'
ঘুচাই'ছে বিরহ-অনল।

দ্বি-সখী।—এ দিকে দেখ্ লো সখি! কি (বা) শোভা হ'য়েছে,
ফুটেছে কুসুম কত যেন মৃদু হাসি'ছে;
ধরি' নানা সাজ, করি'ছে বিরাজ;
কিবা মনোহর রূপ করেছে ধারণ।

তৃ-সখী।—হের লো এ ধারে, কিবা শোভা ধরে,
গোলাপ, মল্লিকা, মালতী, সেঁউতি,

যাতি, যূথি, যুঁই, রজনীগন্ধা, বকুল ;
পলাশ, কাঞ্চন কিবা নয়ন রঞ্জয় ;
মরি মরি, শোভা হেরি কুসুমনিচয়।
মৃদুল হিল্লোলে, ধীরে ধীরে খেলে,
যেন প্রেমভরে,
নাথ সনে করি'ছে বিহার।

চতু-সখী।—আয়, লো সজনি ! তুলি' ফুলচয়,
গাঁথি' হার পরাই সখীরে ;
হইবে অপূর্ব্ব শোভা হেরিব নয়নে।

সখীগণ।—

রাগিণী—সিন্ধু। তাল—খেমৃটা।

এস সবে মিলি' গাঁথি ফুলহার।
মালতী ফুলে বিনইয়া মালা,
সাজা'ব মনের মত রাজবালা ;
শোভিবেক গলে গজমতিমালা,
বিধুমুখে মধুর হাসি হেরিব তা'র।

দ্বি-সখী।—হের লো অদূরে,
আহা, মরি মরি, কিবা রূপ হেরি !
অনুমানি কোন রাজার নন্দন।

লীলা।—(অগ্রসর হইয়া)—কে তুমি হে, কহ প্রকাশিয়ে ?
কি লাগিয়ে এসেছ বিজন বনে ?
কেন হেরি তব মলিন বদন ?

কহ,

কি কারণে ধরিয়াছ যোগিজন-সাজ ?

রাগিণী—বেহাগ। তাল—কাওয়ালী।

কে তুমি হে কেন ভ্রম এ বিজন কাননে।
বল বল যোগিবেশ ধরেছ কি কারণে ? ॥
কহ না প্রকাশিয়ে, ভাবনা কি লাগিয়ে,
কি দুঃখে হ'য়ে মগন, আছ বিরস বদনে ॥
হেরিয়ে রূপ তোমার, অস্থির মম অন্তর,
জর জর মন প্রাণ ধৈরয নাহি মানে।
চল, নাথ, মম পুরে ল'য়ে যাই যতনে ॥

যুধি।—দেবি ! কি কহিব আর মম বিবরণ,
কহিতে সে কঠিন বারতা
হৃদি মোর শতধা বিদরে।
হায় ! মনে হ'লে,
জ্বলে দুখানলে হৃদয় আমার।
পাষাণ হৃদয় মোর ;
তাই এখনো রেখেছি এ দেহে জীবন,
নহে এত দিনে বিদরিত পাপ প্রাণ !

লীলা।—কি হেতু রাজন্ !
হইতেছ বিষাদে মগন ?
কহ প্রকাশিয়ে তব দুখের বারতা ?
ঘুচাইব তব মন-ব্যথা।

যুধি।—যত দিন দেহে থাকিবে জীবন,
কভু না হইবে এ দুঃখ নির্ব্বাণ।
লীলা।—কহ, নরবর! বিলাপ-কারণ?
অবশ্য করিব তব বিষাদ মোচন।
যুধি।—শুন, দেবি! মম বিবরণ;
হস্তিনার রাজা আমি, নাম যুধিষ্ঠির,
পঞ্চভ্রাতা মোরা,
বহুদিন সুখে রাজ্য করিনু পালন।
কিন্তু বিধি-বিড়ম্বনে,
কপট-পাশায় হারাইয়া রাজ্য, ধন,
যাই ভার্য্যা সহ পঞ্চভ্রাতা বনবাসে।
দ্বাদশ বৎসর ফিরি' বনে বনে,
এক বর্ষ অজ্ঞাত দাসত্ব করি',
এইরূপে করিলাম প্রতিজ্ঞা পালন;
কত যে পাইনু ক্লেশ, বর্ণিতে না পারি।
শেষে স্বীয় রাজ্য করিনু প্রার্থনা,
নাহি দিল ক্রূরমতি ভ্রাতা সুযোধন
রাজ্য মোর; আহ্বানিল রণে।
বুঝাইনু কত সুবচনে সুযোধনে,
না শুনিল কা'রো হিত বাণী;
পুনঃপুন মাগিল সংগ্রাম।
নিরুপায় হ'য়ে
শেষে পঞ্চভ্রাতা মিলি' করি' বহু রণ,
শ্রীকৃষ্ণ-প্রসাদে বধি' শত্রুগণে,

লভিলাম হস্তিনার সিংহাসন।
কিন্তু, দেবি!
জ্ঞাতি-বন্ধু-বধ-হেতু হইল যে পাপ,
তাহা খণ্ডিবারে আসিলাম বনমাঝে,
ভার্য্যাভ্রাতৃগণ সহ।
হায়! কি কহিব,
বিধি বাদ সাধিল আমার প্রতি;
হরে নিল সবাকারে;
সেই হেতু সদা ভাসি দুঃখনীরে;
জ্বলে ভ্রাতৃগণ বিনা
শোকানলে হৃদয় আমার।

লীলা।—শুন নৃপমণি! ত্যজহ সন্তাপ,
বিলাপে কি ফল আর?
চল মম রাজ্যে, সদা মন-সুখে র'বে,
রোগ শোক নাহি সেই স্থানে।
অনন্ত বসন্ত তথা জাগে বারো মাস;
সরোবরে কমলিনী বিকসিত সদা,
না শুকায় সুধারস কভু তা'র;
উন্মত্ত ভ্রমরকুল করি' মধু পান।
ফল পুষ্পে শোভা করে সুরপুরীসম;
আনন্দে কূজনে বিহঙ্গম দিবানিশি;
ময়ূর ময়ূরী
সদা নৃত্য করে মনের আনন্দে।
কঠোর তপস্যা নর করি' যুগে যুগে,

আশা করে লভিতে যে সুখের বাসনা,
চল নাথ! আমাদের সাথে,
দিব তাহা তোমারে, হে গুণমণি!
করিব হে তোমারে রাজ্যের অধীশ্বর;
দাসী হ'য়ে র'ব ও চরণে,
সদা র'ব তব পাশে মন-সুখ-হেতু।

যুধি।—দেবি! নাহি আর মম রাজ্যের লালসা;
ত্যজিয়াছি সকল বাসনা।
ত্যজিয়াছি জ্ঞাতি, বন্ধু, পরিজনে,
হারায়েছি ভার্য্যা, ভ্রাতৃগণে।
এবে এই আকিঞ্চন সদা মনে,
গিয়া বৈকুণ্ঠে করিব দেব দরশন।

লীলা।—(সহাস্যে)—
কি হেতু, রাজন্! যা'বে স্বর্গপুরে?
পা'বে স্বর্গ-সুখ এই স্থানে,
সদা সুখার্ণবে থাকিবে মগন;
কেন ক্লেশ সহ্য করিবে হে অকারণ?

যুধি।—দেবি! ধরি ও চরণে,
দিও না দিও না বাধা আর,
একান্ত করেছি মনে,
গিয়া স্বর্গধামে
হেরি' পরিজনে জুড়া'ব হৃদয়;
এবে কর এই আশীর্ব্বাদ,
যেন পূরে মম মনোরথ।

লীলা।—যাহ, নৃপমণি!

স্বচ্ছন্দেতে চলি' স্বর্গপুরে,
করি আশীর্ব্বাদ, পূরিবেক মনস্কাম।
(সখীগণ প্রতি)—
আয় লো সজনি! ভ্রমি' মোরা বনে বনে,
হেরি গিয়া বনরাজি-শোভা।

[সকলের প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

বৈতরণী নদী।

যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ।

যুধি।—ওহো!

সম্মুখে যে হেরি' এক তরঙ্গেরি মালা;
কিবা ভয়ঙ্করী নদী!
ক্ষণে ক্ষণে ধরিতেছে কতই আকার,
কভু বা ঘূরি'ছে,
কভু গভীর গরজে নিনাদি'ছে;
কভু বা উঠি'ছে প্রবল তরঙ্গ।
হায়!
কেমনে হইব পার বুঝিতে না পারি।
হে বিধাত! এই ছিল তব মনে?

আনি' এত দূর,
আশায় বঞ্চিত করিলে আমারে ?
হায় ! আসি' স্বর্গ হেতু
হারাইনু ভার্য্যা, ভ্রাতাগণে,
তবু না পূরিল মন-অভিলাষ।
(হে) দেব ! দয়া কর আজি যুধিষ্ঠির প্রতি,
তব কৃপাদান বিনা,
নাহি দেখি আর পারাপারের উপায়।

কএক জন মুনি ও নেপথ্যে অপর পার্শ্ব দিয়া
তরিসহ তরিবাহকের প্রবেশ।

প্র-মুনি।—প্রভু ! দেখুন অদূরে (কে) এক জন,
বসি' নদীতীরে করি'ছে রোদন।
দ্বি-মুনি।—কে এমন,
আসে সশরীরে বৈতরণী নদীকূলে ?
তৃ-মুনি।—অনুমানি পুণ্যাত্মা এ জন।
চতু-মুনি।—এস সবে মিলি' করি গিয়া দরশন।
(অগ্রসর হইয়া)—
কে তুমি হে বসি' বৈতরণী নদীকূলে ?
কি হেতু বা,
শিরে করি' করাঘাত করি'ছ রোদন ?
যুধি।—মুনিগণ ! প্রণমে এ দাস ও চরণে।
কিন্তু প্রভু ! কি কহিব মম পরিচয়,
হস্তিনার রাজা আমি, নাম যুধিষ্ঠির,

এসেছিনু পঞ্চভ্রাতা মোরা,
ভার্য্যা সহ যাইবারে স্বর্গপুরে।
কিন্তু, হায়!
বিধি বাদ সাধিল আমার প্রতি;
হ'রে নিল একে একে সবাকারে,
একা মাত্র রহিলাম আমি;
সেই হেতু সদা ভাসি শোকনীরে।
এবে এই চিন্তা করি মনে,
কিরূপে হইব নদী-পারাপার;
কেমনে বা গিয়া বৈকুণ্ঠেতে,
দেব দরশন করি' জুড়া'ব জীবন।

চতু-মুনি।—ত্যজহ সন্তাপ, হে রাজন্!
অবশ্য পূরিবে তব মনস্কাম।

যুধি।—কহ, মুনিবর! কেমনে হইব পার?

চতু-মুনি।—শুন, নৃপমণি!
ধর্ম্মপরায়ণ বলি'
হইবে হে বৈতরণী নদী পার;
এবে যাহ চলি' সুখে স্বর্গপুরে।
(তরিবাহকের প্রতি)—
হে কাণ্ডারী! ল'য়ে যাও পরপারে,
পুণ্যাত্মা এ জন;
বহু পুণ্য কর্ম্ম করি' ধরাতলে,
এসেছেন সশরীরে
বৈতরণী নদীকূলে, কর ত্বরা পার।

তরিবাহক।—তব আজ্ঞা শিরোধার্য্য, প্রভু!

(যুধিষ্ঠিরের প্রতি)—

এস, নৃপমণি, ল'য়ে যাই পরপারে।

যুধি।—(নৌকারোহণ পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া)—

দেহ বিদায়, হে মুনিগণ!

মুনিগণ।—এস তবে, ধর্ম্মরাজ!

পূর্ণ হৌক্ তব মনস্কাম।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাজপথ।

লৌহদণ্ড-হস্তে যমদূতগণ আসীন।

যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ।

প্র-য-দূ।—কে রে তুই সশরীরে অমর-ভুবনে?

কেন রে আসিলি বল্ মরিতে হেথায়?

দ্বি-য-দূ।—নর যে রে দেখি ওরে,

ত্বরা করে মার্ (ও)টা—

প্র-য-দূ।—প্রমাদ ঘটা'লে এটা,
কোথা হ'তে এলো ল্যাটা,
হ্যাঁ রে তুই বল্ কেটা,
নয় ত মারি লোহার ডাংটা।

তৃ-য-দূ।—(কিয়ৎদূর হইতে)—
মারিস্ নে ভাই, রাখ্ ওরে,
নে যা'ব রে আমি ঘরে।

প্র-য-দূ।—কি হ'বে তোর ল'য়ে নরে,
কোন্ কাজেতে লাগ্‌বে এরে?

তৃ-য-দূ।—জানিস্ কোন্ কাজের তরে,
লয়ে যাচ্চি এরে ঘরে,
যেথা সেথা যেতে হয়,
পথশ্রান্তে প্রাণ যায়,
চড়ে আমি এর ঘাড়ে,
বেড়া'ব যেন ঘোড়ায় চড়ে।

প্র-য-দূ।—(বাঃ) বুদ্ধিমান বলি তোরে,
তবে আমি নেবো এরে।

তৃ য-দূ।—আর কিছু নয় কর্‌লি ভাল;
তোরে কেন দেবো বল?
কর্‌লুম আমি বুদ্ধি বা'র,
দিব কিনা তোমায় উহায়?

চতু-য-দূ।—বেশ বলেছিস্ নিতে, ভাই,
চল ত আমরা নিয়ে যাই।

তৃ-য-দূ।—বৃথা আশা তোমার উহায়,

দেবো নাক আমি ত কাহায়।

চতু-য-দূ।—দেবে না আমায় তুমি?
তবে এরে নাশি আমি।

(লৌহদণ্ড প্রহারে উদ্যত)

ঋষি।—(কৃতাঞ্জলি হইয়া, স্বগত)—
নারায়ণ! এই ছিল তব মনে?
আনি' স্বর্গের দুয়ারে,
শেষে যমদূত-করে
তব দাসের হইল জীবন সংহার!
কোথা ওহে বিপদভঞ্জন!
আসি' এ বিপদে কর পরিত্রাণ।

দ্বি-য-দূ।—দেখ্ ত, একটা কি শব্দ হ'লো?

প্র-য-দূ।—ওরে, ইন্দ্রের সারথি আস্‌চে।

তৃ-য-দূ।—তবে পালাই চল্ এই বেলা।

প্র-য-দূ।—পালা'ব কিসের তরে?
তুই ত ভারি ভীতু যে রে।

তৃ-য-দূ।—ভারি ভরসা দেখি যে তোর,
আজ কাল যে রে ভারি জোর?

মাতলির প্রবেশ।

মাতলি।—ওহে যমদূতগণ!
কারে ল'য়ে করি'ছ পীড়ন?
ধর্ম্মাত্মা এ জন,
পুণ্যফলে এসেছেন স্বর্গপুরে।

(যুধিষ্ঠিরের প্রতি)—
এস, নৃপমণি! মম সনে,
আসিয়াছি আমি দেবরাজের আদেশে,
ল'য়ে যেতে তোমা বৈজয়ন্তধামে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বি-য-দূ।—ও ভাই! শুন্‌লি ত রে?
যমরাজ যদি শোনে,
মাইনে ত কাট্‌বে মাসের আগে,
পালাই চল্‌ রে সব ত্বরা ক'রে।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

অমরাপুরী।

কনকসিংহাসনে দেবরাজ ইন্দ্র আসীন; চারি দিকে
বায়ু, চন্দ্র, হুতাশন, বরুণ প্রভৃতি তেত্রিশ
কোটি দেবগণ উপবিষ্ট।

মাতলিসহ যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ।

যুধি।—(হে) ত্রিদিবনিবাসিগণ!
বন্দি' ও চরণ প্রণমে এ দীন জন।

দেবরাজ।—এস, নরনাথ পাণ্ডুকুলোত্তম!

ধন্য তুমি ত্রিজগতে;

ধন্য তব পুণ্যফল।

তব সম ভাগ্যবান্ কেবা আর,

নরকুলে শ্রেষ্ঠ তুমি, হে রাজন্!

হুতা।—সত্য, সুরনাথ! কহিয়াছ যাহা।

ধন্য, হে রাজন্! তব পুণ্যফল,

একমুখে তাহা বর্ণিতে না পারি।

সদা শুভকর্ম্ম-অনুষ্ঠানে,

ছিলে ধরাতল আলোকিত করি';

দেখ এবে,

তোমার বিহনে ধরা হ'য়েছে আঁধার।

বরুণ।—ধন্য তুমি, ধর্ম্মরাজ!

কি করিব তব গুণগান;

রাখিলে সুযশ তুমি ত্রিজগতে;

গাইবেক জীব মাত্রে তব গুণগান।

যুধি।—হে অমরগণ! কি এমন আছে মোর গুণ,

এত প্রশংসার যোগ্য যাহে দাস?

ইন্দ্র।—ওহে নৃপমণি!

শত শত প্রশংসার যোগ্য তুমি;

বল দেখি, তোমা বিনা কেবা আর

সশরীরে আসিয়াছে সুরপুরে?

কোন কালে কা'র সখা ছিল নারায়ণ?

দেবগণ।—এস, নৃপমণি!

সবে মিলি' তোমা করি আলিঙ্গন।

(সকলের আলিঙ্গন)

যুধি।—(স্বগত)—

সফল জনম মোর;

ধন্য হইলাম আমি;

পবিত্র হইল আজি পাণ্ডুকুল,

দেব-আলিঙ্গনে।

(প্রকাশ্যে)—

হে ত্রিদিববাসিগণ!

এই আকিঞ্চন সদা জাগে মনে,

গিয়া বৈকুণ্ঠেতে,

করি' দেব দামোদরে দরশন,

জুড়াইব মন প্রাণ।

এবে বলুন উপায়,

কেমনেতে পূরাইব মন-অভিলাষ?

ইন্দ্র।—হে মাতলি! লয়ে এস ত্বরা করি' পুষ্পরথ,

ল'য়ে যেতে ধর্ম্মরাজে বৈকুণ্ঠভবনে;

যথায় গোলোক-পতি করেন বিহার।

মাত।—সুসজ্জিত পুষ্পরথ, এস, নৃপমণি!

যুধি।—সুরগণ! প্রণমি চরণে;

দেহ অনুমতি, যাই দেব দরশনে।

দেবগণ।—এস, ধর্ম্মরাজ!

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

বৈকুণ্ঠধাম।

কনক-আসনে বিষ্ণু উপবিষ্ট, বামে কমলা আসীনা।

যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ।

যুধি।—দয়াময়! দাস তব প্রণমে চরণে,
কৃপা করি' কর কৃপা-কণা বিতরণ।

বিষ্ণু।—এস, ধর্ম্মরাজ! কহ তব কুশল বারতা?
কহ, কেমনে পালিলে ক্ষিতিভার?
কি প্রকারে আসিলে বৈকুণ্ঠধামে?

যুধি।—নারায়ণ! কি কহিব আর
ক্ষিতির পালন-বিবরণ;
জান ত সকলি, দয়াময়!
ত্রিভুবনমধ্যে যাহা ঘটি'ছে ঘটনা,
কিবা অবিদিত হে তোমার?
সকলি ত লীলা করিতেছ তুমি, প্রভু!
এ কারণে কহে হে তোমারে লীলাময়;
কিন্তু, প্রভো! এত দুঃখ লিখেছিলে যুধিষ্ঠির-ভালে,
ভাবি নাই মনে তাহা বারেকের তরে।
ওহো! আসি' স্বর্গহেতু পাইনু যে দুঃখ,
স্মরিলে সে কথা মম বিদরে হৃদয়।
আসিলাম ভার্য্যা, ভ্রাতৃগণ সহ আসিবারে বৈকুণ্ঠেতে,
কিন্তু, হায়! একে একে সবে [illegible]

আসিলাম একা মাত্র আমি।
হা ভীমার্জ্জুন, নকুল, কৃষ্ণা, সহদেব!
এ সময় সবে রহিলে কোথায়?
এস ত্বরা করি' বারেকের তরে।

বিষ্ণু।—সম্বর বিলাপ, হে রাজন্!
তব অগ্রে তব ভ্রাতৃগণ আসিয়াছে মম পুরে।

যুধি।—কৃপাময়! তবে কৃপা করি' মোর প্রতি,
দেখাও বারেক তরে পরিজনগণে;
বহু দিন নাহি হেরে,
হৃদয় দহি'ছে মম শোকে অনিবার;
হেরি' সবাকারে জুড়াই জীবন।

বিষ্ণু।—স্থির হও, হে রাজন্!
অচিরাৎ সবাকার সনে হইবে মিলন।

যুধি।—বিলম্ব কি হেতু, দয়াময়?

বিষ্ণু।—শুন, মহারাজ! অগ্রে হের যমপুরী,
পরে পরিজন সহ হইবে মিলন।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

পুরী।

বিষ্ণুসহ যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ

যুধি।—কহ, নারায়ণ!

সম্মুখে শোভি'ছে যে ঐ অপূর্ব্ব তোরণ,
কাহার এ লৌহময় পুরী ?

বিষ্ণু।—শুন, ধর্ম্মরাজ!
হেরি'ছ সম্মুখে যাহার তোরণ,
যমপুরী উহা(র) নাম।
ধরাতলে প্রাণিগণ
যে যেরূপ কর্ম্ম করে অনুষ্ঠান,
হয় এই স্থানে তাহার বিধান;
চল, নৃপমণি, পা'বে দেখিবারে।

(উভয়ের পুরীমধ্যে গমন)

যুধি।—এ কি হেরি, দয়াময়!
কেন নিজ মাংস করে করিয়া ছেদন,
করি'ছে ভক্ষণ ?

বিষ্ণু।—শুন, নৃপমণি! যবে ছিল ধরাতলে,
না করিল পাপী অন্ন বিতরণ;
তাই আসি' যমপুরে,
নিজ দেহ ছেদি' করি'ছে ভক্ষণ।

যুধি।—কহ, নারায়ণ!
কেন (এ) হেন নবীনা বালারে
করিয়া উলঙ্গ করি'ছে পীড়ন ?
কি হেতু বা হেন কমনীয় কলেবরে
প্রহারি'ছে পুনঃপুন লৌহের মুদ্গার ?

বিষ্ণু।—ঐ শুন, রাজন্!
যে কারণে দূতগণ করি'ছে পীড়ন।

নেপথ্য হইতে।—রে পাপিনি!

প্রমত্ত যৌবনে না সেবি' পতির পদ,
মজি' প্রেমে ভজিলি রে পরপুরুষেতে;
এবে এই শাস্তি তা'র কর্ রে গ্রহণ।

যুধি।—এ কি হেরি, কহ, হে কমলাপতি?
তপনের কান্তি দেখি পূর্ণ-কলেবর,
নানা আভরণে সজ্জিত হইয়া,
বসি' কনক-আসনে,
কেন করি'ছে শোণিত পান?

বিষ্ণু।—শুন, নৃপমণি! ইহার কারণ;
ধরাতে করিল বহু দান ধ্যান,
কিন্তু না করিল সুশীতল বারি দান;
তাই করিয়ে শোণিত পান,
করিতেছে তৃষ্ণা নিবারণ।

(উভয়ের পশ্চিম দ্বারে গমন)

যুধি।—(বিভীষিকাপূর্ণ নরক দর্শন করিয়া)—নারায়ণ!
অবশেষে লিখেছিলে এই ভালে?

(মূর্চ্ছা)

বিষ্ণু।—উঠ, ধর্ম্মরাজ! ত্যজ ধরাতল।

যুধি।—(চৈতন্য পাইয়া, উঠিয়া)—নারায়ণ!
মম ভাগ্যে লিখেছিলে এই পরিণামে?
চিরদিন ধর্ম্মভয়ে ক'রেছি যাপন;
ধর্ম্মহেতু পেয়েছি যে কত ক্লেশ
বর্ণিতে না পারি।

ধর্ম্মহেতু ত্যজি' রাজ্য, ধন,
চিরদিন ভ্রমি বনে বনে ;
ধর্ম্মহেতু হারা'য়েছি
পুত্র, জ্ঞাতি, বন্ধু, পরিজনে ;
তবে কি কারণে আজি হইল নরক দরশন ?

বিষ্ণু।—শুন, ধর্ম্মরাজ!
ধার্ম্মিকের চূড়ামণি জানি আমি তোমা'।
কিন্তু, হে রাজন্! পূর্ব্বকথা আছে কি স্মরণ ?
দ্রোণীর নিধন হেতু
যবে ব'লেছিলে মিথ্যা বাণী,
"অশ্বত্থামা হত গজ ইতি" ?
সেই হেতু হ'য়েছিল পাপের সঞ্চার ;
সেই সে কারণে হইল নরক দরশন ;
সেহেতু, রাজন্! নাহি করহ সন্তাপ।

যুধি।—নারায়ণ! তব বাক্য বলি'
ব'লেছিনু সেই মিথ্যা বাণী ;
সেই পাপে হইল নরক দরশন ?

বিষ্ণু।—হে রাজন্! ত্যজহ সন্তাপ,
যদি অভিরুচি হয় মনে, চল তবে,
পা'বে দেখিবারে পাপিগণে,
কি প্রকারে করি'ছে যাতনা-ভোগ।
কেহ মিথ্যা-বাণী-হেতু,
কেহ চৌর্য্য-দোষ-হেতু,
কেহ জীব-বধ-হেতু ;

আরো কতরূপে কত পাপী
করি'ছে যাতনা-ভোগ, নাহি সংখ্যা তা'র।

বিষ্ণু।—হের, ধর্ম্মরাজ!
অদূরে——

যুধি।—(বাধা দিয়া)—নারায়ণ! আর নাহি পারি হেরিবারে,
যা' ছিল অদৃষ্টে মোর, হইল তাহাই;
এবে চল, যথা পরিজনগণ করি'ছে বিরাজ।

বিষ্ণু।—চল, নৃপমণি!

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

স্বর্গপুরী।

পাণ্ডু, ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, ভীষ্ম, দ্রোণ, দুর্য্যোধন, কর্ণ, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, অভিমন্যু, দুঃশাসন ও অন্যান্য কুরুপাণ্ডবীয় যোদ্ধাগণ, কুন্তী, মাদ্রী, গান্ধারী, দ্রৌপদী প্রভৃতি কুরুপাণ্ডব-পত্নীগণ কনক-আসনে আসীন।

বিষ্ণুসহ যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ।

বিষ্ণু।—হের, ধর্ম্মরাজ! তব পরিজনগণে।

যুধি।—গুরুজনে করি গো প্রণাম।

পাণ্ডু।—আয়, বৎস যুধিষ্ঠির! করি' তোরে কোলে,
বহুপিপাসিত তৃষা করি নিবারণ।

(আলিঙ্গন)

কুন্তী।—আয়, মম হৃদয়-রতন ধর্ম্মরাজ!
একে একে সবে এলো স্বর্গপুরে,
তোমারে না হেরে হ'য়েছিনু দুখী;
ভেবেছিনু মনে কিবা ঘটিল বিপদ।
কিন্তু, এবে শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদে
এসেছ রে বাপ, সশরীরে সুরপুরে;
আয়, করি' তোরে কোলে জুড়াই জীবন।

(ক্রোড়ে করণ)

যুধি।—নারায়ণ! আজি তব কৃপাদানে
হেরি' পরিজনগণে
জুড়াইল মন প্রাণ।
কিন্তু, প্রভো! এই আকিঞ্চন করি মনে,
যে রূপেতে রাসলীলা করিলে বিহার,
দেখাও বারেকের তরে সেই রূপ;
হেরি' সে মোহন রূপ জুড়াই নয়ন।

বিষ্ণু।—ধর্ম্মরাজ!
ভক্তশ্রেষ্ঠ তুমি;
ভক্ত-প্রেমে বাঁধা আমি চিরদিন,
এ কারণে কহে মোরে ভক্তাধীন;
ভক্তের বাসনা পূরাইতে

ধরি আমি নানা রূপ;
হের তব মনোমত রূপ।

[পটপরিবর্ত্তন]

বৈকুণ্ঠপুরী।

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকা যুগলবেশে দণ্ডায়মান

যুধি।—নারায়ণ!

আজি হেরি' যুগল-মিলন,
জুড়াইল মন প্রাণ;
ঘুচিয়াছে সকল সন্তাপ;
সফল হইল মম মনের বাসনা।

রাগিণী—সাহানা-বাহার। তাল—ঝাঁপতাল

আহা মরি কিবা শোভা হইল যুগল মিলন
হেরি' নবজলধরে জুড়াইল মন প্রাণ॥
বামে রাই কমলিনী, আহা কিবা হেমবর
মেঘে যেন সৌদামিনী শোভিতেছে অতুলন
ত্রিভঙ্গ হে নটবর, করেতে মুরলী
ঈষৎ বঙ্কিম আঁখি হেরিতে রাধার বদন॥

যবনিকাপতন।

সমাপ্ত।